CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 October, 2019 ■ আগরতলা, ১৮ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ৩০ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাদল চৌধুরীকে গ্রেপ্তারে ব্যর্থতার দায়ে পুলিশ সুপার বরখাস্ত, ডিআইজি অপসারিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত ত্রিপুরার প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে গ্রেপ্তারে ব্যর্থতার কারণে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিংকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে ত্রিপুরা প্রশাসন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন নার্কোটিকস-র পুলিশ সুপার মানিক দাস। শুধু তাই নয়, ডিআইজি দক্ষিণাঞ্চল অরিন্দম নাথকেও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন এই নির্দেশিকা জারি করেছে। সূত্রের খবর, আরো দুয়েক জন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। এদিকে, পূর্ত দপ্তরে দুর্নীতি মামলায় ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিএসপি অজয় কুমার দাসকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাদল চৌধুরী সহ সুনীল ভৌমিক এবং ওয়াই পি সিংয়ের বিষয়ে তদন্ত ভার নিয়েছেন তিনি।

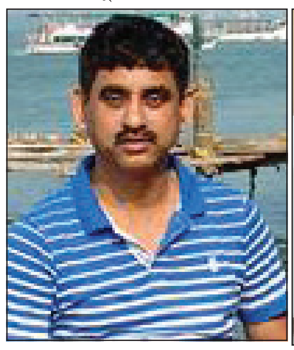
ডিআইজি অরিন্দম নাথ

এসপি অজিত প্রতাপ সিং

বুধবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে পশ্চিম ত্রিপুরা দায়রা আদালত বাদল চৌধুরীর জামিন খারিজের রায় ঘোষণা দেন। এরপরই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারে তৎপরতা শুরু করে। পুলিশ সূত্রে দাবি, সন্ধ্যা পর্যন্ত মেলারমাঠ সিপিএম সদর কার্যালয়েই বাদল চৌধুরীর মোবাইল টাওয়ার লোকেশন দেখাচ্ছিল। কিন্তু, রাতে সেখানে তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে খোঁজে পাওয়া যায়নি। তাৎপর্যের বিষয় হল, বিকেল থেকেই মেলারমাঠে সিপিএম সদর কার্যালয়ে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী সিপিএম সদর কার্যালয়কে ঘিরে রেখেছিল। ফলে, কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থেকে বাদল চৌধুরী সিপিএম পার্টি অফিস থেকে কিভাবে বেরিয়ে গেল, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

এমটি ক্যাডার অজিত প্রতাপ সিং ২০১২ সালে আইপিএস হন। তিনি বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্বে ছিলেন। গতকাল পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী রাতভর বাদল চৌধুরীর খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে। কিন্তু, সফলতা হাতে আসেনি।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের অবর সচিব অনিমেষ দাস পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিংকে বরখাস্তের নির্দেশিকা জারি করেছেন। ওই নির্দেশিকায় নার্কোটিক্সের পুলিশ সুপার মানিক দাসকে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসনের আরেকটি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত সম্পন্ন হয়নি। তাই, তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ওই নির্দেশিকায়, তাঁকে পুলিশ সদর কার্যালয়ে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এই সময়কালে ত্রিপুরার বাইরে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

এদিনই, ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন ডিআইজি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চা বাগানে কর্মী নিয়োগ নিয়ে বিবাদ লক্ষ্মীলুঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টেবর ।। সদর উত্তরে বামুটিয়া এলাকায় চা বাগানে কর্মী নিয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে। চা বাগান শ্রমিকদের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করে বহিরাগতদের চাবাগানে কর্মী হিসাবে নিয়োগ করার প্রতিবাদে লক্ষ্মী লুঙ্গা ও তুফানিয়া লুঙ্গা চা বাগানের শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার চা বাগানের অফিসে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলনে সামিল হন।

সদউত্তরের বামুটিয়ার লক্ষ্মী লুঙ্গা ও তুফানিয়া লুঙ্গা দুটি বেসরকারি পরিচালিত চা বাগানের কিছু সংখ্যক কর্মীকে ছাটাই করা হয়েছিল। সম্প্রতি বাগান কর্তৃপক্ষ শূন্য পদে লোক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়। চা বাগান শ্রমিকরা মালিক কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছিল তাদের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের চা বাগানের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য । তাতে সম্মত হয়েছিলেন চা বাগানের মালিকগণ।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চা বাগানদের শ্রমিকদের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করে সম্প্রতি বহিরাগতদের নিযুক্ত করা হয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসম থেকে কলা কিনতে এসে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। অসম থেকে কলা সংগ্রহে এসে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

ঊনকোটি জেলার পেচারথল থানার অন্তর্গত মাছমারা এলাকায় সংগঠিত ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার দুপুরবেলা অষ্টম শ্রেণির ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়ে ও তার ঠাকুরমা বাড়িতে একা ছিলেন। নাবালিকা মেয়ের বাবা-মা উভয়েই সরকারি চাকরি করেন। তাই ওই সময় তাঁরা বাড়িতে ছিলেন না। ওইদিন দুপুর নাগাদ অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত আজিমপুর গ্রামের বাসিন্দা জনৈক এনামুল হক ওই এলাকায় আসে কলা কেনার জন্য। কলার খোঁজ করতে গিয়ে নাবালিকা মেয়েটির বাড়িতে উপস্থিত হয় সে। নাবালিকা ঠাকুমার কাছে কলার খোঁজ করে তাকে রবিবার আসতে বলে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই সময়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে রেলের ধাক্কায় মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ অক্টোবর ।। ফের রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার রাত আনুমানিক ১০ ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র নগর ভৌঁইয়া টিলার বাসিন্দা ভাগ্যরাম রিয়াং (৫৫) অন্যান্যদিনের মত কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, রাত্রি বেলায় শান্তিরবাজার থেকে আগরতলাগামী রেলের ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো ভাগ্যরাম রিয়াং। রাত্রি বেলায় মৃতদেহ ময়না তদন্ত করা হয়নি। রাতি বেলায় মৃতুদেহ ময়না তদন্তের জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আজ ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

কাকড়াবনে দশম শ্রেণীর ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ অক্টেবর ।। গোমতি জেলার উদয়পুরের কাকড়াবন থানার গর্জনমুড়া এলাকায় গত মধ্যরাতে দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে স্থানীয় কতিপয় লোকজন। নিহতের নাম রিপন সরকার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। কাকড়াবন থানা এলাকার গর্জনমুড়ার দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে রাত গত মধ্যরাতে ক্ষতিপয় লোকজন সংঘবদ্ধভাবে পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রিপন সরকার নামে এক কিশোর গর্জনমুড়ায় তার মামা প্রফুল্ল সরকারের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করত।

সে গর্জনমুড়া স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। গত মধ্যরাত নাগাদ প্রতিবেশি নিতাই সরকার ও তার স্ত্রী প্রফুল্ল সরকারের বাড়িতে এসে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান ভাগ্নে রিপনকে বেধরক মারধর করা হচ্ছে। ভাগ্নেকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে মামাকেও মারধর করতে উদ্যত হয় তারা। মামা প্রফুল্ল সরকার মোবাইল ফোনে বিষয়টি কাকড়াবন থানাকে জানানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সেখান থেকে তিনি ছুটে যান প্রধান ও উপপ্রধানের বাড়িতে। সেখান থেকে বিষয়টি কাকড়াবন থানার পুলিশকে জানানা হয়। পুলিশ অনেকটা বিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে। সেখান থেকে রিপনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে তালা ঝুলিয়ে পাশের বাড়িঘরের বেড়া ভেঙে আগুন দিল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ অক্টোবর।। শিক্ষক বদলিকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া কাজী নজরুল বিদ্যাভবনে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। আজ তারা বিদ্যাভবনের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, ক্ষোব্দ ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যাভবনের পাশের বাড়িঘরের বাউন্ডারি বেড়া ভেঙে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। অবশেযে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক এবং তেলিয়ামুড়া থানার ওসির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তাঁদের অনুরোধে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেন এবং অফিসের তালা খুলে দেন।

আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমার কাজী নজরুল বিদ্যাভবনের বায়োলজির শিক্ষক দীপক দেবের বদলির নোটিশ আসতেই ছাত্রছাত্রীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ক্ষোব্ধ ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যাভবনের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন। তারা এখানেই থেমে থাকেননি। ক্ষোব্ধ ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যাভবনের পাশের বাড়িঘরের বাউন্ডারি বেড়া ভেঙে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠায় বিদ্যাভবনের জনৈক শিক্ষক পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন। এরই মধ্যে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকও বিদ্যাভবনে ছুটে আসেন। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলেন এবং আন্দোলন প্রত্যাহারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বীরচন্দ্র মনুতে দূর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ অক্টোবর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বীরচন্দ্র মনু এলাকায় গতরাতে পথ দুর্ঘটনা মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বাইক আরোহীর। মৃতের নাম প্রসেনজিৎ রিয়াং। তার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দক্ষিণ জেলার বীরচন্দ্র মনু বাজার সংলগ্ন এলাকায় বুধবার রাত্র আনুমানিক ২টা ১৫ মিনিট নাগাদ জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় বাইক আরোহী প্রসেনজিৎ রিয়াং প্রাণ হারায়।

জানা যায়, বীরচন্দ্রমনু বাজার থেকে অরকেস্ট্রারের প্রোগ্রাম সেরে ঘরে ফেরার পথে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনার কবলে পরে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশের কাছে দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে সংবাদমাধ্যমের সামনে মনু ফাঁড়ি থানার ওসি সিংসানু মগ জানান দুর্ঘটনা কিভাবে হয়েছে তার সঠিক তথ্য বলতে পারবেন না। অনুমান করা হচ্ছে বাইক দ্রুতগতিতে থাকার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। উনি জানান, এই দুর্ঘটনায় নিহতের পাশাপাশি আরো দুইজন আহত হয়েছে।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মনু ফাঁড়ি থানার পুলিশ আহতদের শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের মধ্যে প্রসেনজিৎ রিয়াংকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের বাড়ি শান্তিরবাজার মহকুমার প্রতিছড়ি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদল চৌধুরীর আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্ত হয়নি ঃ গৌতম দাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। লুকোচুরি খেলার মধ্যেই ত্রিপুরার প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরীর আত্মসমর্পনের বিষয়ে সিপিএম পার্টি অবগত নন বলে জানিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ। তাঁর বক্তব্য, বাদল বাবু আত্মসমর্পন করবেন কিনা তা এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, তাঁকে আইনি সহায়তা দেওয়ার সবরকম প্রয়াস নিয়েছে সিপিএম। তাঁর দাবি, বদলবাবু আইনজীবীদের পরামর্শ মেনেই পদক্ষেপ নেবেন।

বুধবার পশ্চিম জেলা দায়রা আদালত প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। পূর্ত দপ্তরে দুর্নীতি মামলায় তিনি অভিযুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স মামলা করেছে। ওই মামলায় প্রথমে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু, গতকাল আদালত তাঁর জামিন খারিজ করে দেওয়ায় পুলিশ তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

গতকাল রাত থেকেই পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছে। আজও তাঁর নিজ বাসবভন, এমএলএ হোস্টেল সহ নানা জায়গায় পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, এখনও তাঁকে খুঁজে পায়নি পুলিশ। এরই মধ্যে বাদল চৌধুরীর পিজিকে সিপিএম পার্টি অফিসে ঢুকতে দেওয়া হয়নি অভিযোগে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ করকে পুলিশ আটক করেছে।

আজ সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ বাদল চৌধুরীকে অযথা হেনস্থা করা হচ্ছে অভিযোগ এনে শাসক দল বিজেপি এবং ত্রিপুরা সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষে আরএসএসকে বিঁধলেন কারাত, তোপ দাগলেন মানিকও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিক হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করতে চাইছে। তাই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল বলে জোর গলায় দাবি করলেন সিপিএমের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত। শুধু তাই নয়, আরএসএসের গায়ে দেশদ্রোহী ল্যাবেল সেঁটে দেওয়ার চেষ্টাতেও কোন কসুর রাখলেন না তিনি। তাঁর দাবি, ভারত সরকার আরএসএসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এদিকে, বিপ্লবী চেতনা থেকে কোনও ভাবেই কমিউনিস্টদের হঠানো যাবে না বলে দাবি করলেন সিপিএম

বৃহস্পতিবার সিপিএমের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় দলের পলিটব্যুরোর দুই সদস্য মানিক সরকার ও প্রকাশ কারাত। ছবি নিজস্ব।

পলিটব্যুরোর সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তাঁর সাফ কথা ফ্যাসিস্ট কায়দায় কমিউনিস্টদের দমিয়ে রাখা যাবে না।

বৃহস্পতিবার আগরতলা টাউন হলে সিপিএমের একশ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রকাশ কারাত বলেন, ভারতের স্বাধীনতার সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছিল কমিউনিস্টরা। যদিও তখন আরএসএসের কোন ভূমিকা ছিল না। কারণ, আরএসএসের মূল এজেন্ডা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। তারা হিন্দু ও মুসলীমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করত। আর তাই এই সংগঠনটিকে নিয়ে তেমন কোন মাথা ব্যথার কারণ ছিল না ব্রিটিশদের। ব্রিটিশরাও চাইত ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন। কিন্তু, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা লজিস্টিক্সে প্রথম স্থানে রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। পণ্য সরবরাহে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম স্থানে রয়েছে। আজ এই দাবি করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের সহযোগিতায় ত্রিপুরায় পণ্য পরিবহনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে চলেছে। তাতে, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লজিস্টিক হাব হতে চলেছে।

প্রসঙ্গত, রিকগনিশন অব প্রায়র লার্নিং (আর পি এল) প্রকল্পে ত্রিপুরায় ২০ হাজার জনকে কৃষি, নির্মাণ, রাবার এবং হস্তকারু শিল্পক্ষেত্রে ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সমর্থ প্রকল্পে ত্রিপুরায় ৩৫৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। রোজগার মেলায় ১৬টি সেক্টরের ৩৫টি শিল্প সংস্থা অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে বহির্রাজ্যের ১৮টি সংস্থা রয়েছে। আজ হাপানিয়া মেলা প্রাঙ্গনে রোজগার মেলার সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আগামীদিনে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য দরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তি। তাহলেই রাজ্যে রোজগারের পথ সুগম হবে। তাতে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সেই লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।তাঁর দাবি, রাবার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলির উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ফলে, রাজ্যবাসীকে রাজ্যে সহজলভ্য বিভিন্ন সম্পদ যেমন আনারস, কাঁঠাল, কমলা, লেবু, সুপারি, আদা, কালোমরিচ ইত্যাদি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে রোজগার করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি মৎস্যচাষের ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ভবিষ্যতে ত্রিপুরা লজিস্টিক হাবে পরিণত হবে। উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা লজিস্টিক্সে প্রথম স্থানে রয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার সাব্রুমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন (এস ই জেড) গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেছে। সেখানে বড় মাত্রায় মানুষের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ২০২০ সালের মার্চের পর ফেণী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, ওই সেতু নির্মাণ হলে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খুব সহসাই প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাজ্যে নিয়ে আসা যাবে। একই সঙ্গে গোমতী নদী হয়ে জলপথে সোনামুড়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রোটোকল রুট হিসেবে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত এবং বাংলাদেশ দু'দেশের সরকার। ফলে, সোনামুড়ায় অস্থায়ীভাবে জেটি নির্মাণ করা হবে। তাই রাজ্যবাসীকে আগামীদিনে এই কর্মসূচিগুলিতে অংশ নিতে এখন থেকেই সেই বিষয়গুলির উপর দক্ষতা অর্জন করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব।

তাঁর মতে, পর্যটন ক্ষেত্রে আগামীদিনে রোজগারের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পর্যটন ক্ষেত্র সহ রাবার, চা পাতা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং ট্রেডিং বিষয়গুলির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী ৩ বছরের মধ্যে ২ লক্ষ মেট্রিকটন ধান রাজ্যের কৃষকদের থেকে ক্রয় করা হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১২ ▫ ১৮ অক্টোবর ২০১৯ ইং ▫ ৩০ আশ্বিন ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতা

ভারতে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ ও সংগ্রাম কতখানি সাফল্যের পথে অগ্রসর তাহা নিয়া জোর বিতর্ক আছে। দিনে দিনেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেমন জোর দেখা যাইতেছে না। এক সময় দেশ জুড়িয়া কমিউনিস্ট আদর্শের ও সংগ্রামের যে ব্যাপ্তি দেখা গিয়াছিল তাহা যেন দিনে দিনে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদ্‌যাপন হইতেছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রেরণায় দেশে দেশে গতি পায় সমাজ বদলের সংগ্রাম। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়। কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী পৌঁছান সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৯২০ এর ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে গড়িয়া উঠে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯২৫ সালে কানপুরে প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কাজ শুরু করে। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি এই শতবর্ষে কতখানি আগাইতে পারিয়াছে? দেশের কত শতাংশ মানুষের মধ্যে মার্কসবাদ লেলিনবাদ বা কমিউনিজমের আদর্শ পৌঁছানো গিয়াছে। দেশের মুক্তি আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কতখানি তাহাও তো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার শতবর্ষে মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠা কতখানি হইয়াছে? কত শতাংশ মানুষকে এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা গিয়াছে। আজ সেই প্রশ্ন আসিয়াছে। একথা আজ অস্বীকারের সুযোগ নাই যে, দিনে দিনেই কমিউনিস্ট আন্দোলন মুখ থুবরাইয়া পড়িতেছে। ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা ছাড়া দেশের আর কোথাও তো কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব প্রতিপত্তি নাই। ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ হাতছাড়া হইবার পর শতবর্ষের এই পার্টি কতখানি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। আসলে গভীরতর আদর্শের সংকট কমিউনিস্ট পার্টিকে দুর্বল করিয়াছে। এই দুর্বলতা কাটাইয়া উঠা যে সহজ নহে তাহা অন্তত স্পষ্ট।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে বড়সর ভাঙ্গন ঘটে ১৯৬২ সালের পর। কমিউনিস্ট চীনের ভারত আক্রমণ নিয়াই জোর প্রতিক্রিয়া হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কার্য্যত ত্রিধা বিভক্ত হইয়া যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) রাশিয়াপন্থী হিসাবে ঘোষণা দিয়া বসে। সিপিআই(এম) চীন রাশিয়া কোনও শিবিরে সরাসরি যুক্ত না থাকিয়াই দলকে আগাইয়া নিয়া যাইতে থাকে। অপর কমিউনিস্ট পার্টি হইল সিপিআই(এমএল)। এই উগ্রবাদী চীনা পন্থী হিসাবেই পরিচিতি লাভ করে। প্রকাশ্যে চীনা পন্থী হিসাবেও প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়। তাঁহারা শ্লোগান দেন চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। তাহারা বিশ্বাস করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাহারা অনাস্থা দেখায়। পার্লামেন্টকে শূয়োরের খোয়ার বলিয়াও মন্তব্য করে এই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা। শুধু তাই নহে দেশের বিভিন্ন স্থানে জোতদার পুঁজিপতিদের উপর চলে হামলা। বুর্জোয়া শিক্ষা বন্ধ করার জন্য স্কুল কলেজে আগুনের খেলা শুরু হয়। কে কত বেশী কমিউনিস্ট তাহার প্রতিযোগিতা চলে। সত্তরের দশকে দেশ জুড়য়া চলে অশান্তির আগুন। কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা বিপ্লবের জয়রথ চালাইয়া খতমের বিভিষিকা কায়েম করে। নির্বিচারে মানুষ খুনের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হইতে থাকে। এইভাবেই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা জনবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই ত্রিপুরাতেও হঠকারি রাজনীতির মধ্য দিয়া নকশালপন্থীরা 'জনশত্রুতে' পরিণত হয়। কমিউনিস্ট আমলে উত্তর ত্রিপুরায় হুরুয়ায় সাতজন নকশালপন্থীকে নির্বিচারে গুলি করিয়া হত্যা করে কমিউনিস্ট নৃপেন চক্রবর্তীর পুলিশ। এই হত্যাকান্ডে যে পুলিশ অফিসার নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তাঁহাকে নৃপেনবাবুর সরকার পুরস্কৃত করে। দেশজুড়িয়া যখন ক্ষুধা বঞ্চনা তীব্রতর ছিল তখন নকশাল দলে বহু মেধাবী ছাত্র যুবক যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গে সেই নকশাল আন্দোলনকে কঠোর ভাবে মোকাবেলা করে সরকার। এইভাবেই কমিউনিস্ট নীতি ভাবধারা সম্পর্কে বিরূপ ধারণার জন্ম দেয়। জনবিচ্ছিন্ন ও হঠকারি রাজনীতির কারণে ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হইয়া যায় নকশালরা। অন্যদিকে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়া মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জনমনে প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট আদর্শের বিচ্যুতি দেখা নেয়। বুর্জোয়া দলগুলি যে ধারায় সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার পিছনে ছুটিতে থাকে মার্কসবাদীরাও সেই পথেরই অনুসারি হইলেন। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় ক্ষমতার সিংহাসনে আরোহণ করে। কেন্দ্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার বা অংশগ্রহণের সুযোগ পাইয়াও মার্কসবাদীরা তাহা প্রত্যাখান করেন। জ্যোতিবসুর প্রধানমন্ত্রীর তখতে বসিবার সুযোগও মার্কসবাদীরা হাতছাড়া করিয়াছিল। তিন রাজ্যে ক্ষমতায় বসিয়া মার্কসবাদীরা জাতীয় রাজনীতিতেও ছড়ি ঘুরাইতে থাকে। বিজেপিকে আটকাইবার অজুহাতে কংগ্রেস সরকারকে কেন্দ্রে টিকাইয়া রাখে সিপিএম। নীতি আদর্শের সংঘাত স্পষ্ট হয়। পাওয়াইয়া দিবার রাজনীতির কারণে মার্কসবাদী কমরেডরা দুর্নীতি ইত্যাদির সঙ্গে সহাবস্থান করিতে থাকেন। কমরেডরা গরীবের দুঃখ ভুলিয়া নিজেদের শ্রীবৃদ্ধিতেই মগ্ন হইয়া পড়ে। দলে চরম আদর্শের দৈন্যতা দেখা দেয়। আর এজন্যই মার্কসবাদী কমিউনিস্টরাও পিছনে হাটিতে থাকে।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন উজ্জ্বল ইতিহাস তৈরী করিতে পারিল না। বরং দেখা গেল দিনে দিনেই কমিউনিস্ট আন্দোলন একেবারেই দুর্বল হইয়াছে। জনগণ মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে। কমরেডদের মধ্যে সুখ ভোগের প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ত্যাগের মহিমা ছাড়া তো কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। সংসদীয় রাজনীতির মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিস্তার হয় নাই। গরীব মেহনতী মানুষের মুক্তির কথা বলিয়া দল এক সময় জনমনে প্রভাব বাড়াইয়াছিল। কিন্তু, অভিজ্ঞতায় মানুষ দেখিল সত্যিকারের কমিউনিস্ট খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলিয়া জাহির করেন বাস্তবে তাহারাই লোভ লালসায় জড়াইয়া পড়েন। শতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি শত যোজন পিছনেই তো পড়িয়া রহিল। শতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গরিমা কতখানি, তাহার ভবিষ্যত কোন্ পথে এইসব প্রশ্নই আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

ফিলিপিন্স ও জাপান সফরের জন্য রওনা দিলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ফিলিপিন্স সফরে সস্ত্রীক রওনা দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ফিলিপিন্স সফর শেষে সেখান থেকে জাপান উড়ে যাবেন তিনি। ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ফিলিপিন্সে সফর করবেন। ২১ থেকে ২৩ অক্টোবরে পর্যন্ত জাপান সফর করবেন তিনি।

বিগত ১৩ বছরে এই প্রথমবার কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ফিলিপিন্স সফরে যাচ্ছেন। সে দেশের মালাকা প্যালেসে রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হবে। এরপর সে দেশের প্রেসিডেন্ট রডরিগো রোয়া ডুতেরতের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। দুই দেশের শীর্ষ নেতার মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায় বৈঠক হবে। ফিলিপিন্সের মিরিয়াম কলেজের শান্তি শিক্ষা কেন্দ্রে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি। সেখানে বসবাসকারি প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও বৈঠক করবেন তিনি।

২১ অক্টোবর ম্যানিলা থেকে জাপানের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক উড়ে যাবেন রাষ্ট্রপতি। জাপানের সম্রাট নারুহিতো রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। জাপান সফরকালে বৌদ্ধ মন্দিরে যাবেন। সেখানে একটি বৃক্ষরোপণ করবেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের আয়োজিত ভোজসভায়ও যোগ দেবেন। সব মিলিয়ে সাতদিনের বিদেশ সফর করবেন তিনি।

নীতিগত ও মানবিক শিক্ষাই বড় প্রয়োজন

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

প্রকৃত শিক্ষা কেমন হবে তা নির্ভর করে দেশের বাস্তব অবস্থার উপর। বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৯৪) ও স্বামী বিবেকানন্দের (১৯০২) মৃত্যুর পরে নতুন নেতৃত্বের সূচনা হয়েছিল। তখন বঙ্গের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন নিয়ে উত্তাল অবস্থা। সেই অগ্নিতে ঘি নিক্ষেপ করে বিদেশি শাসক রচিত ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ১৯০৪ এবং তার পরে কার্লাইল সার্কুলার ১৯০৫। তখনই প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থাপনারজন্য এক আবেগ দেখা দেয়। এই সম্বন্ধে আলোচনায় যাওয়ার আগে শিক্ষার উদ্দেশ্যের ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা দেখে নিলে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা প্রত্যয় সহজলব্ধ হতে পারে।

আদিমকালে মানুষ জীবনসংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য যে তথ্যসমূহ আহরণ করত তাকেই বলা যায় শিক্ষা। শিক্ষার এই প্রাচীন ব্যাখ্যাকে বর্তমানে সাধারণ অর্থে শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ বলে গণ্য করা যেতে পারে। 'শিক্ষা' বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে বিদ্যালয় লব্ধ জ্ঞান। বলা বাহুল্য, এ হল শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ। শিক্ষার এই সংকীর্ণ অর্থ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের জাতিভেদ। যারা লিখতে পড়তে শিখেছে, গ্রন্থ অধ্যায়ন যারা অভ্যাস করেছে তারাই শিক্ষিত। যারা লিখতে পড়তে পারে না তারা অশিক্ষিত। গান্ধীজি অবশ্য এই শ্রেণিভেদ মানতেন না। গ্রামের নিরক্ষর মানুষের মধ্যেও যে বংশপরম্পরা চিন্তাভাবনার ঐতিহ্যের স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাতে গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের শিক্ষাহীন মনে করা চলে না। এটা গান্ধীজির অভিমত। প্রাচীন ভারতে ধর্মই ছিল শিক্ষার উৎস। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। আত্মা ও পরমাত্মার সন্ধান ছিল প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা গুরুকেন্দ্রিক এবং ব্যক্তিগত। তবে দর্মচেতনা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের ছিল সূত্র। তখন ছিল এটাই প্রকৃত শিক্ষা।

আবার এথেন্সের নগর রাষ্ট্রে প্রকৃত শিক্ষার নিরিখ ছিল মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন। তখন সোফিস্ট নামধারী এক গোষ্ঠীর মত ছিল প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে, 'Man is the mecsure of all thing' অন্যদিকে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিক, প্লোটো, অ্যারিস্টল এই শিক্ষাতত্ত্ব মানতেন না। তাঁদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে জ্ঞানার্জন ও আত্মোপলব্ধি প্লেট ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের কথা বলেন।

এথেন্সের প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্পার্টার ভিন্ন শিক্ষাদর্শ। প্রতিনিয়ত বহিঃশত্রুর আক্রমণ তাদের রুখতে হবে। তাই তাদের কাছে প্রকৃত শিক্ষা হচ্চে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে নির্ভীক, কষ্টসহিষুও, কুশলী সৈনিক গড়া। অন্যদিকে রোমকরা এক পৃথক প্রকৃত শিক্ষার আদর্শে বিশ্বাসী। তাদের শিক্ষায় ব্যবহারিক ও গঠনমূলক বিষয়ে চাই দক্ষতা। প্রতিষ্ঠান গড়া ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মতো নাগরিক বিষয় ছিল রোমকদের কাছে প্রকৃত শিক্ষার সোপান।

মধ্যযুগে শিক্ষা ধর্মযাজকদের কুক্ষিগত হয়ে যায়। ধর্ম অনুশাসিত প্রকৃত শিক্ষা ছিল মূলত সর্বাত্মক শৃঙ্খলাবোধ। ফলে ধর্মের কঠোর অনুশাসনের প্রাণশক্তির অপচয় এবং মানবধর্ম হয়েছিল তমসাচ্ছন্ন। এই সর্বব্যাপী অবদমনের বিরুদ্ধে মানব মনের বিদ্রোহ রেনেসাঁ আন্দোলনের রূপ পেয়েছিল।

ফলে নবজাগরণের যুগের মূল কথা মানবতার তখন প্রকৃত শিক্ষার মূল আদর্শ। কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্মীয় চেতনা এই আন্দোলনকে স্তিমিত করে। সেই সময় জন লক মানসিক উৎকর্ষের এক তত্ত্ব (Mental Discioline) প্রচারের নামেন।

এই সাময়িক অবনমনের পরে অষ্টাদশ শতকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উদ্বোধন হল। শোনা গেল রুশোর কণ্ঠস্বর। শিক্ষায় প্রকৃতিবাদের জন্ম হল। তিনি বললেন, শিক্ষা হবে শিশুর স্বভাব অনুযায়ী, তার প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ কর্মপ্রেরণাকে ভিত্তি করে। এই হল আধুনিক প্রকৃত শিক্ষার সূত্রপাত।

রুশোর উত্তরসাধক পেস্তালৎসী। তিনি বললেন, শিশুর সহজাত শক্তি সম্ভাবনার সামগ্রিক ও স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণলতা লাভই প্রকৃত শিক্ষার চরম লক্ষ্য। হার্বাট বললেন যে চরিত্র গঠনই প্রকৃত শিক্ষার চরম আদর্শ। ফ্রয়েবল বললেন, স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনাত্মক কর্মধারা আশ্রয় করে শিশুর আত্মবিকাশ উনিশ শতকের শেষার্ধে বিজ্ঞান চেতনা উন্নত হল। হাবার্ট স্পেসসার বললেন, বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজে জীবনযাপনের প্রস্তুতি সাধনই প্রকৃত শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। যে শক্ষা জীবনে কাজে লাগে না সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

জন ডিউই তো পূর্বে বলেছিলেন যে প্রকৃত শিক্ষা কর্মস্পাদন ছাড়া হতে পারে না। মন্তেসরিও শিশুর সক্রিয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। খেলাচ্ছলে শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার একটা বড় উপদান। আধুনিক শিক্ষা খ্যাফ্‌ট বা প্রজেক্ট কেন্দ্রিক। এর মূল উপাদান হচ্ছে সৃজনশীলতা। ফলে শিশুর ইন্দ্রিগুলোর পুষ্টি হয়, সমন্বয়ও হয়। বুদ্ধিবত্তির বিকাশও হয় কর্মের সূত্রেই। শৃঙ্খলাবোধের জন্ম হয়। সৌদ্রাতৃত্বের জন্ম হয়। এভাবে শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটতে থাকে। সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, বিতর্ক, পত্রিকা। এসবই বিকাশের সঙ্গী। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানকে শিশুর কৃত্যালির মধ্যে রাখা প্রকৃত শিক্ষার অঙ্গ। প্রকৃতির সঙ্গে সিশুর নিত্যসংযোগ প্রয়োজন। এভাবেই সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, চেনা থেকে অচেনা, নিকট থেকে দূরে সব কিছুরই সমন্বয় ঘটে। এভাবে আধুনিক শিক্ষা দেশজ পরিস্থিতি এবং মনীষীদের চিন্তাকে অবলম্বন করে নানাভাবে নানা দেশে প্রচলিত হয়েছে। সেই শিক্ষার ব্যাপক অর্থ হল যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনে। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তি বিশেষের বিকাশের একটা হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের সাহায্যেই মানুষ

ভালো আর মন্দের মধ্যে ফারাক করতে পারে, করতে পারে শুভ আর অশুভের মধ্যে পার্থক্য,জানতে পারে করণীয় এবং অকরণীয়ের প্রভেদ।

মনুষ্যত্বের অর্জন প্রকৃত শিক্ষার মূল লক্ষ্য। ধন তো অবশ্যই চাই, মান তো চাই কিন্তু লোভী হলে মানুষ সভ্যতা সংকটে ফেলে। ভোগবাগ কখনই প্রকৃত শিক্ষার পরিণাম হতে পারে না আজ আধুনিক শিক্ষায় ভোদবাদ সম্বন্ধে সতর্কতা নেই। তার ফলে মানুষ প্রায়ই মানবতাবোধ হারিয়ে ফেলছে। ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছে। নিজের অর্জিত জ্ঞান ও মেধাকে মানবসমাজের বিপরীতে ব্যবহার করছে। যে Selfish Giant-এর কথা অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন, তার সাক্ষাৎ সমাজে পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষিত মানুষও চরম অমানবিক আচরণ করছে। হিটলারের Concentration camp -এ একদা বন্দি জীবনযাপন করেছেন এমন একজন ব্যক্তির শিক্ষকদের প্রতি একটা আবেদন স্মরণ করা যেতে পারে---Dear Teacher,

I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what on man should eitncss. Cas chamber poisoned by educated pbysicions, infants killed by trained nurses and babies shat and burnt by High School and College graduates, So I am suspicious of education, Your effort must never produce learned monsters, skilled sycophants, educated Eichmans."

এটা হচ্ছে মানবিক শিক্ষাহীন শিক্ষার পরিণাম। এরপরও আর একটি উদাহরণ আছে। অ্যাটম বম্ব তৈরির জন্য হাজার হাজার বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিযে তৈরি করা হয়েছিল ম্যানহাটান প্রজক্টে। ম্যানহাটান প্রজেক্ট তৈরি করেছিল অ্যাটম বম্ব এবং সেই বোমা ফেলা হয়েছিল জাপানের হিরোসিমা নাগাসাকিতে। ফলে দুটি বোমাতেই মৃত ও আহত বিকলাঙ্গ হয়েছিল কয়েক লক্ষ নিরীহ মানুষ। এই যদি শিক্ষিত মানুষের অমানবিক কাজ হয়ে থাকে তবে আমাদের প্রকৃত শিক্ষার পরিবর্তনের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। আমাদের শিক্ষার সর্বস্তরে মানবিক শিক্ষাকে দিতে হবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব। কেবল স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচি পাঠ্যক্রমে মানবতা শিক্ষা আনলেই চলবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারি শিক্ষার পাঠ্যক্রমেই পেশাদারী শিক্ষার সঙ্গে মানবিক শিক্ষাকে আনতে হবে। চাই মানবিক ইঞ্জিনিয়ার, মানবিক ডাক্তার, মানবিক যন্ত্রবিদ, মানবিক শিক্ষক।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় চেতনার নিরিখে জাতীয় শিক্ষার সূচনার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ। সিদ্ধান্ত হয়েছিল জাতীয় শিক্ষার রূপরেখা হবে 'At the primary stage, literacy and scientific education, was to be given in combination with rudimentary technical eduvation সেই সময়ে পরাধীনতার অক্টোপাস থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছেন দেশের নেতৃবৃন্দ। ইংরেজদের সেবা করার জন্য যে শিক্ষা তার পরিবর্তন করে স্বাধীন ভারতের উপযুক্ত শিক্ষার পত্তন করতে উদগ্রীব স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক মানুষ। সেই সময়ে হুমায়ুন কবীর 'শিক্ষা ও শিক্ষক' প্রবন্ধে লিখেছেন---'এককালে বিদেশি রাজশক্তির নিজের কাজের সুবিধার জন্য এ শিক্ষার ওন করে,তাই দেশে সেদিন যে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি তাকে আকস্মাৎ পাল্টে দেওয়া হল।.......শিক্ষিত বেকারের দল তিক্ত অভিজ্ঞতায় শিখেছে যে তাদের শিক্ষা তাদেরচিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ করেনি, কেবলমাত্র তাদের কর্মমুখিনতাকে সঙ্কুচিতই করেছে.........। চাকুরি সর্বস্ব যে শিক্ষা এতদিন কেবল আদেশ পালন করতেই আমাদের শিখিয়েছে, মনের সজীবতার বদলে দিয়েছে মনের বার্ধক্য, তার বদলে চাই এমন শিক্ষার আদর্শ যার ফলে কেবল মনের প্রশ্নই মিটবে না, নিত্যনতুন জিজ্ঞাসায় ব্যক্তি এবং সমাজের ভিত্তি পর্যন্ত টলে উঠবে। চাই এমন শিক্ষা যার ফলে থাকবে দেহের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য, মনের সজীবতার সঙ্গে হবে দেহের সক্রিয়তা।........... শিক্ষায় আজ চাই এমন রূপান্তর যার ফলে শিক্ষার্থীর মনে আসবে, প্রশ্ন, হাতে আসবে কৌশল। মাঘ ১৩৪৫। শিক্ষার মাধ্যমের মুক্তির কামনা তখন ভারতের আকাশে বাতাসে---'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী রাসকিন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'Unto the Last' -এ লিখেছেন -'Man is the real wealth of the country.'

ইতিমধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের সিক্ষাতত্ত্ব প্রচারিত হয়ে নতুন চিন্তার এক দিগন্ত উন্মোচন করেছে- 'Education is the manifastation of perfection already in man গান্ধীজি নতুন শিক্ষাচিন্তা সংযোজন করেছেন। তিনি নতুন এক বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলেছেন যার কেন্দ্রে আছে স্বাবলম্বী মানুষ, আছে স্বয়ম্ভর গ্রামের তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিরসঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করে এক নতুন সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন শান্তিনিকেতনে। গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানবিক শিক্ষার চিন্তা। মানুষ গড়া যে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য তা তাঁদের লেখায় এবং বলায় স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এক বক্তব্যে বলেছেন---'ধন নয় মান নয় কেবল ভালবাসাই জাবনযাপনের মূল আধার 'It was my long expectation that the deepest hunger of the soul will find its final and superam satiafaction-not in weath nor in fame but duly in some amount of love, Indeed that was what I longed for.' প্রকৃত শিক্ষার মূল সুর রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। প্রেম হচ্ছে মানবতাবাদ এবং মানবিক শিক্ষার ধাত্রী। এই মানবিক শিক্ষার অভাবেই Concentation camp -এ সংখ্যাহীন মানুষের নিধন সম্ভব। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যমণি হচ্ছে মানবিক শিক্ষা। মানবিক শিক্ষাহীন শিক্ষা সমাজের দেশের ক্ষতিকারক, তাই সংশোধনযোগ্য।

> প্রকৃত শিক্ষায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নাগরিকদের শিক্ষিত করতে গেলে একেবারে নীচুতলা থেকে উচ্চতম পর্যায়ে পর্যন্ত নীতি, শিক্ষা ন্যায়, শিক্ষা মূল্যবোধ, শিক্ষার অবিরাম চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করে যেতে হবে। এখানেই মানবিক শিক্ষার আপসহীন গুরুত্ব।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে পেশা শিক্ষাব্যবস্থায় মানকি শিক্ষা ও উপাদান সংযোজনের কথা বলেছিলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদনে বলেছেন যে পেশা,শিক্ষা স্বাধীন ভারতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেবে। কারণ দেশের উন্নয়নের জন্য যে পঞ্চাবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রকল্পের যথার্থ রূপায়ণ নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের পেশাদার-কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ মানুষের উপর। হৈ পেশাদার মানুষেরা যদি মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয় তবে প্রকল্পের হাজার হাজার মানুষকে তারা সঠিকভাবে পরিচলনা করতে ব্যর্থ হবে। তাই রাধাকৃষ্ণাণ প্রস্তাব করেছিএলন যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারি এবং নানান ধরনের প্রযুক্তির পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমে মানবিক বিদ্যাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সেই পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে থাকবে কিছু কবিতা কিছু অর্থনীতি কিছু সমাজনীতি কিছু রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি।কিন্তু তা করতে গিয়ে গঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারির নানা বিষয়কে লঘু করা যাবে না। একটা ভারসাম্য থাকবে। রাধাকৃষ্ণাণের এই চিন্তাভাবনাকে সমর্থন করেছেন কলম্বিয়া বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিক গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। প্রেসিডেন্সি কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয়ের) ২০০ তম বার্ষিকী উদযাপনে এসে গায়েত্রী বলেছিলেন যে উচ্চতর পেশাগত শিক্ষায় মানবিক শিক্ষাকে যথাযত গুরুত্ব না দিলে উচ্চতর পেশাগত যোগ্য মানুষেরা প্রকৃত মানুষের মতো আচরণ করবে না। তাদেরও চাই সূক্ষ্ম নীতিরোধ এবং চাই তাদের সমাজচেতনা। অধ্যাপিকা গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে আনন্দবাজার পত্রিকায় বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল মানবিক শিক্ষার গুরুত্ব অপার, তাই এই সমর্থন।

বাস্তব ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষায় জন্য যে পঞ্চাবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রকল্পের যথার্থ রূপায়ণ নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের পেশাদার-কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ মানুষের উপর। হৈ পেশাদার মানুষেরা যদি মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয় তবে প্রকল্পের হাজার হাজার মানুষকে তারা সঠিকভাবে পরিচলনা করতে ব্যর্থ হবে। তাই রাধাকৃষ্ণাণ প্রস্তাব করেছিএলন যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারি এবং নানান ধরনের প্রযুক্তির পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমে মানবিক বিদ্যাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সেই পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে থাকবে কিছু কবিতা কিছু অর্থনীতি কিছু সমাজনীতি কিছু রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি।কিন্তু তা করতে গিয়ে গঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারির নানা বিষয়কে লঘু করা যাবে না। একটা ভারসাম্য থাকবে। রাধাকৃষ্ণাণের এই চিন্তাভাবনাকে সমর্থন করেছেন কলম্বিয়া বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিক গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। প্রেসিডেন্সি কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয়ের) ২০০ তম বার্ষিকী উদযাপনে এসে গায়েত্রী বলেছিলেন যে উচ্চতর পেশাগত শিক্ষায় মানবিক শিক্ষাকে যথাযত গুরুত্ব না দিলে উচ্চতর পেশাগত যোগ্য মানুষেরা প্রকৃত মানুষের মতো আচরণ করবে না। তাদেরও চাই সূক্ষ্ম নীতিরোধ এবং চাই তাদের সমাজচেতনা। অধ্যাপিকা গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে আনন্দবাজার পত্রিকায় বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল মানবিক শিক্ষার গুরুত্ব অপার, তাই এই সমর্থন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তদারকিতে কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলুন : ইউজিসিকে শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৭।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর তদারকিতে কঠোরভাবে নিয়মকানুন অনুসরণ করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।তিনি বলেন,আইনের বাইরে যাবেন না এবং দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তদারকি করার ক্ষেত্রে নিয়মগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করুন।

চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড় কাজী শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে ইউজিসির একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতকালে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ

করেন।প্রধানমন্ত্রী এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজগুলোর প্রতিও নজরদারি বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন, বলেন প্রেস সচিব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউজিসি একটি আইন তৈরীর মাধ্যমে শক্তিশালী করা হবে, ফলে এর সক্ষমতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরদারির ক্ষেত্রে তারা কঠোরভাবে আইন অনুসরণ করে থাকেন উল্লেখ করে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা বিশ্ববিদ্যালগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের অনিয়মের অনুমতি দেব না।' প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মঞ্জুরী কমিশনের কর্মকান্ড সম্পর্কে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য একটি নীতিমালার রূপরেখা প্রণয়ন

করেছেন ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, আমরা শিক্ষকদের জন্য বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-র মত একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চাই। অধ্যাপক শহীদুল বলেন, দেশে বর্তমানে ১৫৫টি সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

রয়েছে।তিনি বলেন, তারা এরমধ্যে অন্তত ৩০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিয়ম খুঁজে পেয়েছেন।এত বিপুল সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যবেক্ষণে কমিশনের জনবল বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, অতীতের জনবল নিয়ে ইউজিসি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিব সাজ্জাদুল হাসান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের পদ্মা সেতুর বাস্তব কাজের গতি ৮৪ শতাংশ : সেতুমন্ত্রী কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৭।। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, পদ্মা সেতুর বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৮৪ শতাংশ। সেতুর আর্থিক অগ্রগতি ৭৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৪ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পদ্মা সেতুর সার্ভিস এরিয়া-১ এর ভিজিটরস সেন্টারে সাংবাদিকদের তিনি একথা জানান।সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ২০২১ সালের জুনের মধ্যে শেষ হবে পদ্মা সেতুর কাজ। কিন্তু, পদ্মা নদী খুবই আনপ্রেডিক্টেবল একটি নদী। এখানে একই সাথে তীব্র স্রোত থাকে এবং প্রচুর পলি বহন করে। এতে করে পিয়ারে স্প্যান বসানো সম্ভব হয় না। সিডিউল অনুযায়ী কাজ শেষ করা যায় না।তিনি বলেন, মূল সেতুর সব'কটি পাইল ড্রাইভিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মূল সেতুর ৪২ টি পিয়ারের মধ্যে ৩২ টি পিয়ারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ১৯ টি পিয়ারের কাজ চলমান আছে। মোট ৪১ টি ট্রাস বা স্প্যানের মধ্যে চীন থেকে মাওয়া সাইটে এসেছে ৩১ টি। যার মধ্যে ১৪ টি পিয়ারে স্থাপন করা হয়েছে, ১৫ তম স্প্যান বসানোর জন্য পিয়ার ২৩-২৪ এর কাছে অবস্থান করছে। চারটি স্প্যান কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডে আছে ও একটি চর এলাকায় ২৮ নম্বর পিয়ারের কাছে রাখা আছে। সেতুমন্ত্রী বলেন, রেলওয়ে স্ল্যাব এর জন্য ২ হাজার ৯৫৯ টি প্রি-কাস্ট স্ল্যাব প্রয়োজন হবে। এরমধ্যে ২ হাজার ৮৯১ টি স্ল্যাব তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকী স্ল্যাব আগামী

নভেম্বরে তৈরি শেষ হবে। রেলওয়ে স্ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে ৩৬১ টি। অন্যদিকে, ২ হাজার ৯১৭ টি প্রি-কাস্ট রোডওয়ে ডেকস্ল্যাবের মধ্যে ১ হাজার ৫৫৩ টির কাজ শেষ হয়েছে এবং ৫৪ টি স্থাপন করা হয়েছে।সংযোগ সড়কের শতভাগ কাজ শেষ হয়েছে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, মূল সেতুর কাজের চুক্তিমূল্য ১২ হাজার ১৩৩ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯ হাজার ০১ দশমিক ৯৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে, নদী শাসনের বাস্তব কাজের ৬৩ শতাংশ শেষ হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান। নদী শাসন কাজের আর্থিক অগ্রগতি ৫০ দশমিক ৪০ শতাংশ। মোট ১৪ কিলোমিটারের মধ্যে ৬ দশমিক ৬০ কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নদী শাসন কাজের চুক্তিমূল্য ৮ হাজার ৭০৭ দশমিক ৮১ কোটি টাকা যার মধ্যে ৪ হাজার ৩৮৮ দশমিক ৪৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।পদ্মা সেতুর জন্য অধিগ্রহন করা জমির মধ্যে পতিত থাকা কিছু জমিতে সেনাবাহিনীর ডেইরী ফার্ম করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, সেতু প্রকল্পের একখন্ড জমি আছে যেটা সেতু প্রকল্পের কাজে লাগবে না। সে জমিটা পতিত না রেখে সেনাবাহিনীর ডেইরী ফার্ম করা হবে। সেখানে দুধ ও মাংস উৎপাদন হবে। গবাদী পশুর প্রজনন ও জাত উন্নয়ন হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

জাতীয় অর্থনীতির জিডিপিতে ভূমিকা রাখবে। এ সময় মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. মনিরুজ্জামান তালুকদার ও পুলিশ সুপার মো. জায়েদুল আলমসহ পদ্মা সেতু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পাহাড়ে সন্ত্রাসীদের যেকোনো মূল্যে নির্মূল করা হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৭।। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, পাহাড়ে সন্ত্রাসীদের যেকোনো মূল্যে নির্মূল করা হবে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে যা

যা করনীয় তার সবটুকুই করবে সরকার।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মিলনায়তনে আয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিশেষ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।সভায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং সভাপতিত্ব করেন।

এতে তিন পার্বত্য জেলার প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশ গ্রহণ করেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি করেছিলেন। এ চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে পাহাড়ে

শান্তির যে সুবাতাস আনা হয়েছে, কতিপয় সন্ত্রাসী সেই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করবে, সেটি কখনোই হতে দেওয়া হবে না। যেকোনো মূল্যে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করা হবে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার, সরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য

বাসন্তী চাকমা, বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপি মোঃ জাবেদ পাটোয়ারী, র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহাম্মেদ, বিজিবি'র মহা-পরিচালক মেজর জেনারেল সাফিনুর ইসলাম, আনসার ব্যাটালিয়নের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদসহ স্থানীয় কর্মকর্তারা অংশ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নে ফিফা'র সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে : ফিফা সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৭।। বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন'র (ফিফা) সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো আশ্বস্ত করেছেন। তিনি

বলেন, 'বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নে আমরা আমাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা অব্যাহত রাখবো।' প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ে (পিএমও) বৃহস্পতিবার সকালে ফিফা সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এসে এই আশ্বাস প্রদান করেন। বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

বাংলাদেশ ফুটবল দলের সাসপ্রতিক সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করে ইনফান্তিনো বলেন, সাসপ্রতিককালে বাংলাদেশের ফুটবলের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।প্রেস সচিব বলেন, কোলকাতায় গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের খেলাটি আলোচনায় উঠে আসে।

ফিফা সভাপতি বলেন, ফুটবল থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে বিশেষ করে শৃঙ্খলার বিষয়টি। তিনি বাংলাদেশে ফুটবলের উন্নয়নে সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন।তিনি ফিফা'র সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার জন্যও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে (বাফুফে) পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী ফুটবলকে দেশের একটি জনপ্রিয় খেলা হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর দাদা এবং বাবাও ফুটবল খেলতেন বলে স্মরণ করেন।শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর ভাই শেখ কামাল বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় খেলাধূলার সংগঠন আবাহনী ক্রীড়া চক্রের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের খেলাধূলার উন্নয়নে তাঁর সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারাদেশে ৪৯২টি মিনি স্টেডিয়াম স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। শেখ হাসিনা বলেন, দেশে নতুন খেলোয়াড় অননেষণে প্রাশামক বিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়া

প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি বলেন,আমরা ছেলে এবং মেয়েদেরকে জনপ্রিয় খেলা ফুটবলে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প এবং বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, যুব এবং ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল,বাফুফে সভাপতি কাজী সালাহউদ্দিন, বাফুফে'র জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী এবং সহ-সভাপতি কাজী নাবিল আহমেদ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেলের ওপর স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করলেন শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৭।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ওপর প্রকাশিত একটি স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে শেখ রাসেলের ৫৬তম জন্মদিন উপলক্ষে স্মারক প্রকাশনা 'হৃদয় মাঝে শেখ রাসেল' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।গ্রন্থটির উপদেষ্টা সম্পাদক এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহান রাসেলএমপি এবং গ্রন্থের সম্পাদক কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাত ও প্রকাশক ইয়াসিন কবির জয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহানুল করিম এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য লেখক মো. নজরুল ইসলাম অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।শেখ রাসেলের ৫৬তম জন্মদিন উপলক্ষে জয়ীতা প্রকাশনী সংস্থা শেখ রাসেলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে গ্রন্থটি প্রকাশ করে। ৯২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে প্রায় একশ'টি ছবি স্থান পেয়েছে। যার অধিকাংশ ছবিই দুর্লভ।

বুয়েটছাত্র আবরার হত্যার প্রতিবাদে আগামী ২২ অক্টোবর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের ঘোষণা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ১৭।।বুয়েটছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে আগামী ২২ অক্টোবর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।

জোটের স্টিয়ারিং কমিটির এক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের জানান ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষনেতা, গণফোরাম সভাপতি কামাল হোসেন।তিনি বলেন,দেশের অবস্থা নিয়ে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন, দেশের মানুষও উদ্বিগ্ন। সসপ্রতি অনেক রকমের ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে আবরার হত্যার ঘটনা, যেটা সবাই দেখেছে কীভাবে এটা ঘটানো হল। ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মেধাবী নিরীহ ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছে, এটা জঘন্য ব্যাপার।এই ধরনের যেসব ঘটনা ঘটেছে তা আজকে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ঢাকায় আগামী ২২ তারিখেসোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটা জনসভা করব। যেখানে আমাদের ফ্রন্টের সকলেই আসবেন বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভার অনুমতি পাবেন কি না- সাংবাদিকদের প্রশ্নে কামাল বলেন,আমাদের তো করে যেতেই হবে। পারমিশন দেবে, না দেবে- আমাদের করেই যেতেই হবে। দেখা যাক।অনুমতি না পেলে কী করবেন- প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,অবস্থা বুঝে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাদের কাজ করতে হবে।তবে জনসভার অনুমতি না দেওয়া মানে সরকার সংবিধানকে লঙ্ঘন করছে। যদি এই ধরনের সংবিধান লঙ্ঘন করা শুরু করে আমি তো মনে করি, দেশের মানুষের তাদেরকে (সরকার) ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া উচিৎ। গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক রেজা কিবরিয়া জানান, আবরার হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণস্বাক্ষর অভিযান করবেন তারা।এই ক্যাম্পেইনটা অনেকটা আমার বাবা (শাহ এএমএস কিবরিয়া) হত্যার প্রতিবাদে করেছিলাম। রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর-এই মডেলে তৈরি করা হচ্ছে। আমরা এই গণস্বাক্ষর অভিযানের পর এটা বড় ডিসপ্লে করব ঢাকা শহরসহ অন্যান্য বড় শহরে। এর দিনক্ষণ পরে আপনাদের জানাব। মতিঝিলে কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির এই সভায় জেএমডির আসম আবদুর রব, তানিয়া রব, বিএনপির ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, গণফোরামের আবু সাইয়িদ, সুব্রত চৌধুরী, জগলুল হায়দার আফ্রিক, মোশতাক হোসেন, নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না, শহীদুল্লাহ কায়সার, জাহেদ উর রহমান, বিকল্পধারার নুরুল আমিন ব্যাপারী ছাড়াও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জাফরুল্লাহ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

আবরারকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি পরিহার করতে বিএনপির প্রতি হানিফের আহবান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৭।। বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা নিয়ে নোংরা রাজনীতি পরিহার করতে বিএনপির প্রতি আহবান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ এমপি।

তিনি বলেন,আবরার হত্যাকান্ড নিয়ে বিএনপি-জামায়াতসহ কিছু জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতিবিদ নোংরা রাজনীতি করতে চায়। তারা ভাবছে এইসব নিয়ে হয়তো সরকারকে বিপদে ফেলতে পারবে।

কিন্তু এটা নিয়ে রাজনীতি করে কোন লাভ হবেনা।আবরার হত্যার প্রতিবাদে ২২ অক্টোবর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐক্যফ্রন্টের সমাবেশ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মাহবুব-উল-আলম হানিফ এসব কথা বলেন।

তিনি বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া জেলা স্টেডিয়ামের সামনে কৃষকলীগের সম্মেলনে যোগদানের আগে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।মাহবুব-উল-আলম হানিফ বলেন, 'আবরারের বাবা- মা নিজেরাই বলেছেন তাদের ছেলে হত্যার ন্যায় বিচার চান এবং তার পিতা এটাও বলেছেন- ছেলের হত্যাকান্ড নিয়ে কোন নোংরা রাজনীতি তিনি দেখতে চাননা। আবরারের পিতা যখন এই ধরনের নোংরা রাজনীতি চাননা এর পরেও যারা এই হত্যাকান্ড নিয়ে তথাকথিত প্রতিবাদের

নামে রাজনীতি করতে চান এদেরকে বলতেই হবে এটা একটা নোংরা রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

তিনি বলেন, 'গণফোরামের নেতা যিনি আজকে মানবতার কথা বলছেন তার কন্যা ও তার জামাতা যুদ্ধপরাধী মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার বন্ধ করার জন্য তৎপরতা চালিয়েছেন। সেটা দেশবাসী ভুলে নাই। যার সন্তান ও তার স্বামী অশুভ শক্তির পাশে দাঁড়ায় তাদের প্রতি জনগণের বা দেশের মানুষের কোন আস্থা থাকার কথা নয়।' হানিফ বলেন, ঐক্যফ্রন্ট কি করবে সেটা তাদের ব্যাপার। যাদের পিছনে জনগণের সমর্থনই নেই, একটা গণধিক্কৃত দল এরা বিভিন্ন সময় অন্যের অবলম্বন হয়ে চলে। এই সমস্ত পরগাছা

গণধিক্কৃত রাজনৈতিক দলের কি কর্মসুচি আছে না আছে তাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন ইচ্ছে আওয়ামী লীগের নেই। এ সময় সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ, আ ক ম সরওয়ার জাহান, কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সভাপতি মো. মোতাহার হোসেন মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক রেজাসহ জেলা আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সৌদি আরবের মদিনায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় নিহত ৩৫ বাসযাত্রী

রিয়াধ (সৌদি আরব), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় সৌদি আরবের মদিনায় ৩৫ জন বাসযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি গুরুতর আহত চার। বৃহস্পতিবার সে দেশের প্রশাসনের তরফে এমনই জানানো হয়েছে। বুধবার সৌদি আরবের পশ্চিমে মদিনার আল অখলে একটি এক্সাভেটরের (মাটি খননকারি ভারী যান) সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় চার্টার্ড বাসের। সংঘর্ষ তীব্রটা এতটাই ছিল যে বাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। আগুন লেগে যায় বাসটিতে। এমনকি বিলাসবহুল বাসটির কাঁচের জানালাও ভেঙে যায়। বাসটির মধ্যে বিদেশি পর্যটকও ছিল। আহতদের প্রত্যেকে আল হামনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কি কারণে দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজও। নিহতদের মধ্যে আরব এবং এশীয় তীর্থযাত্রী ছিল। বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। উল্লেখ্য এর আগেও মদিনায় এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২০১৮ সালের এপ্রিলে বাসের সঙ্গে ট্যাঙ্কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারান চার ব্রিটিশ তীর্থযাত্রী। পাশাপাশি গুরুতর জখম ১২।

তিন দিনের মেট্রো মহড়া শেষ আজ

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত মেট্রোর মহড়ার আজ বৃহস্পতিবার শেষ দিন।

স্ক্রিন ডোর খোলা নিয়ে সমন্বয়ের অভাব এবং সম্ভাব্য কিছু সমস্যা দূর করতে এই বিশেষ মহড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্টেডিয়াম থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মোট ছ'টি স্টেশনে এর আগে দীর্ঘ সময় পরীক্ষামূলক যাত্রা হয়েছে। তাতে মেট্রোর আধিকারিক এবং কর্মীরাই 'যাত্রী' হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের খবর, দেখা যাচ্ছিল, আত্মহত্যা রুখতে প্ল্যাটফর্মে যে স্ক্রিনডোর রয়েছে, তার ঠিক সামনে রেকের দরজা আসছে না। মূলত তার জন্যই আরও কিছুদিন খতিয়ে দেখতে সময় নেওয়া হয়। এই মহড়ায় যান্ত্রিক অন্য কোনও ত্রুটি নজরে এল তাও তদারককারী সংস্থা কেএমআরসিএল লক্ষ্য রাখছে। মেট্রোর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এই ৪.৮৮ কিলোমিটার অংশেই প্রথম পরিষেবা চালু হওয়ার কথা। এই মেট্রো পথে শুরুতে ২০ মিনিট অন্তর ট্রেন চালানোর কথা ভাবা হয়েছে। মোট দূরত্ব অতিক্রম করতে ১৬ মিনিট সময় লাগার কথা। বর্তমান মেট্রো ব্যবস্থার সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য রয়েছে। এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে। তাই ট্রেন চালানোর চূড়ান্ত ছাড়পত্র মেলা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না।

ক্যানিংয়ে আত্মঘাতী দুই ছাত্রী

ক্যানিং, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : মায়ের বকুনি পর অভিমানে আত্মঘাতী হলেন এক কলেজ ছাত্রী। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে সে। মৃত ছাত্রীর নাম অনামিকা মন্ডল। ক্যানিং থানার গলাডোহরা এলাকার ঘটনা। মৃত অনামিকা ক্যানিং বঙ্কিম সর্দার কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল।

গত কয়েকদিন ধরেই ফোনে বিভিন্ন বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করত অনামিকা। সেই নিয়ে তার মা প্রায় জিজ্ঞাসা করতো। অনামিকা বারবার মাকে জানিয়েছিল তার পড়াশোনার বিষয় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু তার মা সন্দেহ করে মেয়ে অন্য কোন যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। সেই নিয়ে প্রায় মেয়েকে বকাঝকা করত। বুধবার দুপুরেও ফোনে কথা বলা নিয়ে মেয়েকে বকাঝকা করে মা আত্মীয়ের বাড়িতে যায়। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে অনামিকা। দীর্ঘক্ষণ পর প্রতিবেশীরা দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যদের কে খবর দেয়। তারা অনামিকা কে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অন্যদিকে ওইদিন রাতে ক্যানিংয়ের ডাবু এলাকার অষ্টম

ছয়ের পাতায়

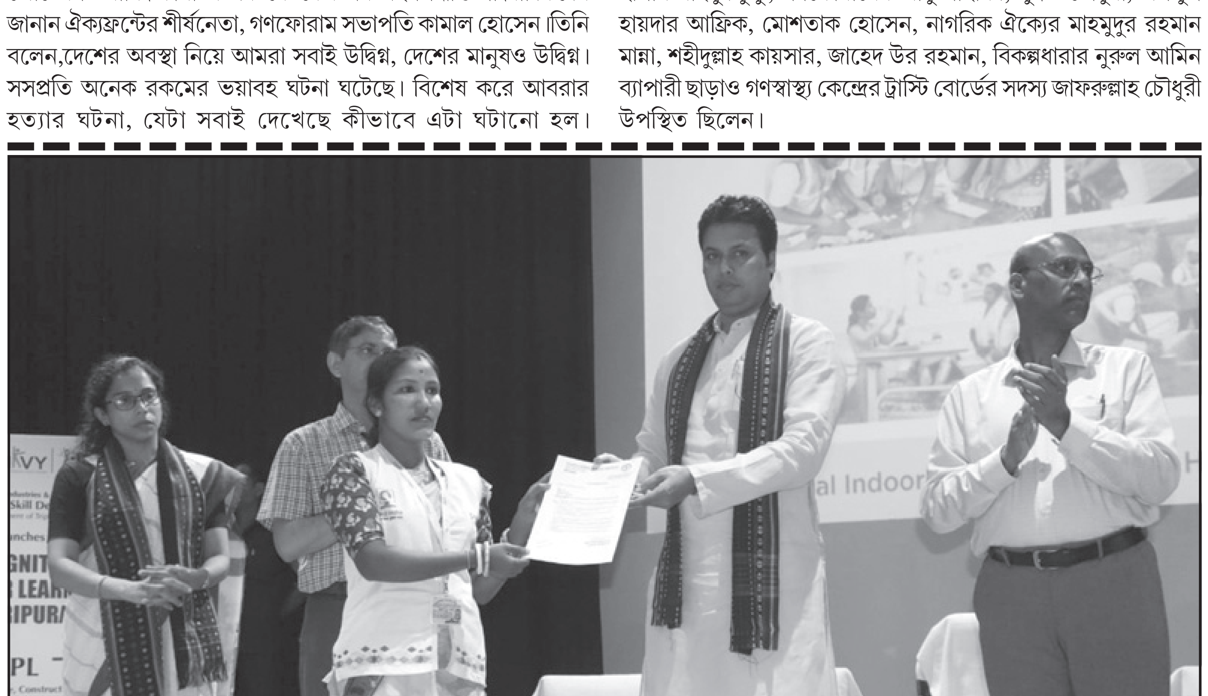

বৃহস্পতিবার হাঁপানিয়াতে রোজগার মেলার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

টালা, মাঝেরহাট নিয়ে কপালে ভাঁজ পুলিশকর্তাদের

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : টালা ব্রিজের পাশাপাশি মাঝেরহাট ব্রিজ সংলগ্ন নানা রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণের ওপর বৃহস্পতিবারও বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। বুধবার সকাল থেকেই এই অঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তায় গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে যায়। বৃহস্পতিবারও পরিস্থিতির উন্নতি করা যায়নি।

একদিকে টালা ব্রিজ, অন্যদিকে মাঝেরহাট ব্রিজ তাঁদের চিন্তা বাড়িয়েছে। এই দুই অংশের যানজট সামলানোই এখন তাঁদের মূল চ্যালেঞ্জ। পুজোর ছুটি শেষ হওয়ার পর রাজ্য সরকারের সমস্ত অফিস ও নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে দেওয়ালির বাজার। শহরের বিভিন্ন বাজারে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে গাড়ির চাপও বেড়েছে এদিন থেকে। সে কারণেই রাস্তাকে যানজটমুক্ত রাখা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সচল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিস কমিশনার।

সূত্রের খবর, টালা এবং মাঝেরহাট সেতুর সংলগ্ন নানা রাস্তায় হঠাৎ করে বাড়তি গাড়ি এসে পড়ায় যানজট তৈরি হচ্ছে যেখানে সেখানে। গাড়ি ঘোরাতে হচ্ছে আশপাশের রাস্তা দিয়ে। মোকাবিলা করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে ট্রাফিকের অফিসারদের। এই অবস্থায় ওই এলাকায় ট্রাফিক কতটা সচল রাখা যাবে, তা নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত তাঁরা। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি যাতে না বাড়ে, সেদিকে নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন সিপি। বৃহস্পতিবার সকালেও শহরের কোথায় ট্রাফিকের হাল কী, তা নিয়ে নিজে খোঁজখবর নিয়েছেন। বাস্তব অবস্থা জানতে নিজেই বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন। কোথায় কী অসুবিধা বা ফাঁক রয়েছে এবং

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

অন্ধকারের ভয়

রাতের পৃথিবী কতই না সুন্দর। নিস্তব্দ রাতে ছাদে গিয়ে খোলা হাওয়া গায়ে মেখে চাঁদের আলোয় স্নান করার অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে, তারা সত্যিই বড় ভাগ্যবান।

রাত শান্তির। সারাদিনের ব্যস্ততার পর ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিয়ে শান্তির ঘুমে ঢলে পড়েন সবাই। রাতের পৃথিবীতে কবিরা কবিতার ঝাঁপি খুলে বসলেও, এমনও অনেকেরয়েছেন যারা কোনোরকমে যারা কোনোরকমে রাতটা পার করে দিতে চান। রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশ যেন তাদের চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে।

একলোফোবিয়া বা অন্ধকারের ভয় রোগটি যাদের রয়েছে তারা রাতের অন্ধকারকে মোটেও সহ্য করতে পারেন না যেকোনো ধরনের অন্ধকার পরিবেশ তাদের মনে ভয়ের উন্মেষ ঘটায়। তবে একলোফোবিয়া ব্যক্তির জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সাধারণ নারী ও শিশুদের মধ্যে এ সমস্যাটি বেশি দেখা দেয়।

একলোফোবিয়া ধারণ করে বেঁচে থাকা বা স্বাভাবিক জীবনযাপন করা কঠিন। কারণ অন্ধকার পরিবেশে ব্যক্তি বিভিন্ন বস্তুর ছায়াচিত্র দেখে ভয় পান। সামান্য শব্দ বা আলোর প্রতিফলন তাদের মনে বিশাল ভয় সৃষ্টি করে। এসব কারণে একলোফোবিয়া নানারকম দুশ্চিন্তা ও মানসিক অবসাদের সৃষ্টি করে।

কারণ

একলোফোবিয়ার জন্ম ও বিকাশ মানুষের অবচেতন মনে। মানুষ অবচেতন মনেই নিজেকে রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। অতীতে অন্ধকারে কোনো দুর্ঘটনা, ভয়ের সিনেমা দেখা বা অলৌকিক কোনো গল্প শোনা ইত্যাদির কারণে ভয় সৃস্টি হতে পারে।

বাস্তব জীবনে অন্ধকার পরিবেশকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। বরং যত ভয় পাবেন ভয় ততই বাড়বে। তবে একলোফোবিয়া বিভিন্ন রূপে ধরা দেয়। অনেকের ক্ষেত্রে সব বাজে অভিজ্ঞতা কাকতালীয়ভাবে অন্ধকারেই ঘটতে পারে। এ কারণে তার রাতের প্রতি বা আলো নেই এমন জায়গার প্রতি ভয় সৃস্টি হতে পারে।

লক্ষ্মণ

যাদের একলোফোবিয়া রয়েছে তারা আলো ব্যতীত কোনো স্থানে থাকতে পছন্দ করেন না। এমনকি রাতেঘুমানোর সময়ওআলো জ্বালিয়ে ঘুমাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অন্ধকার পরিবেশে থাকলেও তাদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ থাকে। সামান্য শব্দতেও তারা আঁতকে ওঠেন। এসময় তাদের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকেন, ঘাম ও বমি বমি ভাব হয়। তবে এসব লক্ষ্মণ তাদের ভয়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

সমাধান

অন্ধকারের ভয় বা একলোফোবিয়া রোগটি আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার চারপাশের মানুষের জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। অবিশ্বাস্য হলেও এটি ক্যারিয়ার ও স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ভয়ের চাদরে নিজেকে আড়াল করে জীবনকে কখনোই সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় না। এজন্য ভয়ের অদৃশ্য বেড়াজাল কাটিয়ে উঠুন।

আপনি জানেন, আপনি অন্ধকারকে ভয় পান। ব্যাপারটিকে হঠাৎ করে পাল্টে নেওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ একদিনের চেষ্টাতেই এটি দর হবে না। ধীরে ধীরে মনের ভয়গুলোকে কাটাতে চেষ্টা করুন। সন্ধ্যে হলেই ঘরের সব বাতি জ্বালাতে এক মুর্হূতও দেরি করেন না আপনি। একবার ভাবুন তো, ভয় আপনার মনে, এক্ষেত্রে শুধু ঘরেরড় বাতি জ্বালাতেই কি ভয় কেটে যাবে। কখনোই না, বরং জ্বালাতে হবে মনের প্রদীপ। যার আলোতে মনের অন্ধকার ঘরটি আলোতে ভরে উঠবে।

রাতকে উপভোগের দৃস্টিতে দেখুন। রাতে খাবার টেবিলে জলে ফুল ও ফ্লোটিং মোমবাতি রাখতে পারেন। দেখুন ঘরটি কী সুন্দর লাগছে। এটা সবসময় করার প্রয়োজন নেই, মাঝে মাঝে করুন।

রাতের অন্ধকারে ঘরে যদি কোনোকিছুর ছায়া দেখে আঁতকে ওঠেন, তাহলে আজ থেকে আর উল্টো দিকে দৌড় দেবেন না। অপানিতো জানেন, আপনার ঘরে হিংস্র কোনো প্রাণী নেই। তাই ভয় পেলে আলো জ্বালিয়ে দেখুন, যা দেখে আপনি ভয় পেয়েছেন, সেটি আসলে কী!

এছাড়াও সেল্ফ মোটিভেশন পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারেন। ঘরের শান্ত পরিবেশে বিছানায় গা এলিয়ে দিন। বাতাসে সুগন্ধি ব্যবহার করে এবার চোখ বন্ধ করুন। ভাবুন, আপনি একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করেছেন। আপনার হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। আপনি যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে রাখা সব মোমবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে পুরো ঘরটাই আলোয় ভরে উঠলো।

অন্ধকারকে নেতিবাচক হিসেবে না নিয়ে ইতিবাচক ভঙ্গিতে দেখুন। মনযোগ, অনুভূতি ও শান্তির আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখুন। মাঝে মাঝে পরিবারের সবার সঙ্গে চাঁদ দেখতে ছাদে বা বাইরে যান। জানালার পাশে বসে দেখতে পারেন রাতের পৃথিবী। এসময় না হয় পাশে কাউকে রাখুন। ভাবুন, সারাদিন ব্যস্ততার পর সবাই শান্তি পেতেই রাতের জন্য অপেক্ষা করে। তাহলে কেন ভয় পাবেন আপনি।

কবীর সিং" দেখার পর গার্লফ্রেন্ডকে খুন করেন" টিকটক স্টার" ! প্রতিক্রিয়ায় যা বললেন ফিল্ম-পরিচালক

শাহিদ কাপুর অভিনীত "কবীর সিং" বলিউডে কার্যত দাপিয়ে বেড়িয়েছে। একাধিক রেকর্ড গড়ে ছবিটি বড়সড় সাফল্যের খতিয়ান লিখেছে। তবে এই ছবির হাত ধরে বিতর্কও কিছু কম হয়নি। এবার শোনা যাচ্ছে, টিকটক স্টার জনি দাদা ওরফে অশ্বিনী কুমার তাঁর গার্লফ্রেন্ডকে হত্যা করেছেন এই ছবি থেকে অনুপ্রণিত হয়ে! এমন অভিযোগ ঘিরে মুখ খুলেছেন ছবির পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা।"কবীর সিং" ছবিতে দেখানো হয়েছে, এক প্রেম কাহিনি। যে প্রেম কাহিনির পরতে পরতে ছিল প্রতিশোধ আর প্রতি হিংসার গল্প। বিতর্ক ওঠে, ছবিটিতে মহিলাদের ওপর পুরুষের মারধরের ঘটনাকেই বেশি উজ্জ্বল করে দেখিয়েছে। এবার অভিযোগ উঠছে, এই ছবি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নিজের গার্লফ্রেন্ডর খুন করেছেন টিকটক স্টার জনি দাদা। কারণ, বিভিন্ন টিকটক ভিডিওতে জনি দাদাকে দেখা গিয়েছে "কবীর সিং" ছবির সংলাপ বলতে।গোটা বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন ছবির পরিচালক সন্দীর বঙ্গা। তিনি বলেন, " যদি ছবিটি দেখা যায়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্রটি নিজেই নিজেকে শেষ করতে উদ্যত হয়েছে।" ফলে, ছবির সঙ্গে ওই খুনের ঘটনার কোনও যোগাযোগ নেই। এমনই বক্তব্য সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গার।

শ্যুটিং ফ্লোরে হা করে ঘুম দিলেন অক্ষয়

হাউজফুল ৪-এর শ্যুটিং শুরু করেছেন অক্ষয়। সিনেমার সেটে পোশাক পরেই আচমকাই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। এমনকী, কানে হেডফোন গুঁজে সোফার উপর হা করে ঘুমোতে দেখা যায় অক্ষয়কে।রিতেশ দেশমুখ তাঁকে বার বার ডাকলেও প্রথমে সাড় পাওয়া যয়নি। পরে গলার স্বর বাড়িয়ে ডাকায়, সাড়া দেন অক্ষয়।শুধু তাই নয়, তাঁর অজান্তে ওই ভিডিয়ো শ্যুট করায়, ঘুম থেকে জেগে উঠে হেসে ফেলেন বলিউড অভিনেতা।

কেমন সম্পর্ক হবু বৌদি ননদ অর্থাত আলিয়া এবং কারিনার ?

করিনার তুতো ভাই রণবীর কপূরের সঙ্গেই দু"বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন আলিয়া ভাট। ভাট এবং কপূর পরিবারের মধ্যেও অনায়াস যাতায়াত। এক সঙ্গে পার্টি থেকে খাওয়া দাওয়া সবই চলতে থাকে দুই পরিবারের মধ্যে।একসঙ্গে মাঝে মধ্যে ভেকেশন কাটাতেও যান এই যুগল। সম্প্রতি "জিয়ো মুভি মেলা স্টার"-এ সঞ্চালক করন জোহর এর সামনে করিনা বলেন, আলিয়া বৌদি হলে সব থেকে খুশি হবেন তিনি।তবে শুধু নবাব পত্নি নন, পাশাপাশি একই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন আলিয়াও। করিনার বিষয় প্রশংসা করতে কোনও ত্রুটি রাখেনি আলিয়াও।জানালেন বি টাউনে আসার আগে থেকেই করিনার ভক্ত ছিলেন মহেশ ভাট কন্যা।বিয়ের পরও যেভাবে তিনি তার কেরিয়ার সামলে চলেছেন সেই বিষয়েও প্রশংসা করেন আলিয়া ভাট।আলিয়া কে যখন করন জোহর প্রশ্ন করেন যে তিনি কখনও ভেবেছিলেন নাকি যে করিনার "ইন ল" হবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আলিয়া বলেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি কোনও দিনও এমনটা ভাবিনি।

অশ্লীল শব্দ বলে ভাইরাল আলিয়া, মামির স্টেজে হেসে লুটোপুটি করণ-করিনা

নতুন প্রজন্মের সবথেকে ফ্রেশ মুখটাই বোধহয় আলিয়া ভাট। যে নিজেকে নিয়েও কমেডি করতে ওস্তাদ। যে কোনও রিয়েলিটি শো-তেই তিনি সবার সঙ্গে ভীষণ সাবলীল ভাবে মজায় নেমে পড়েন। তবে এবারটায় আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন আলিয়া। তিনি "জিও মামি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ২০১৯" এ কথা বলতে গিয়ে মুখ ফস্কে একটি অশ্লীল শব্দ বলে ফেলেন। তারপর সামনে প্রচুর দর্শকের মাঝে কি আর করবেন বুঝতে না পেরে, চরম লজ্জায় পড়ে যান। নিজেই হাসতে হাসতে মুখ লুকিয়ে ফেলেন। দর্শকরাও ততক্ষণে হেসে ফেলেন এই ঘটনায়। আর ইতিমধ্যেই তাদের সেই কথোপকথনের ভিডিও পুরোপুরি ভাইরাল।আসলে তিনি যে করিনা কাপুরের অনেক বড় ভক্ত। এই কথাটাই তিনি "জিও মামি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ২০১৯" এ করিনা কাপুরের সামনে পরিচালক করণ জোহারের সঙ্গে শেয়ার করতে গিয়েই এই মজার ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলেন। তবে হ্যাঁ তিনি সেখানে জানালেন, করিনা কাপুরের প্রায় সবদিক নিয়েই ভীষণ ভাবে মুগ্ধ। যে ভাবে একদিকে করিনা কাপুর খুব মনযোগী হয়ে কাজ করেন, আবার তারই সঙ্গে তার সংসার সামলানো, তইমুরকে বড় করে তুলছেন। আবার সেরা স্টাইলের সঙ্গে নিজের ফিল্মি ক্যারিয়ারকে আরও সুন্দর করে তুলেছেন, সেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ আলিয়া ভাট।ওদিকে করণ জোহর, আলিয়ার মুখে করিনা কাপুরকে নিয়ে প্রশংসা বেশ মন দিয়েই শুনছিলেন। কিন্তু হঠাত আলিয়ার মুখে সেই অশ্লীল শব্দ শুনে নিজেও হাসি চেপে রাখতে পারেন নি। তারপর মজা করে আলিয়া কে বলেন, তিনি কি তাঁকে এইভাবে বড় করেছেন , তাহলে কি করে তিনি এই ভুলটা করলেন। যাইহোক এই মুহূর্তে বলিউডের সবচেয়ে বুদ্ধিমতি। যাইহোক আলিয়া আগেও ছিলেন চর্চার তুঙ্গে, এবার ভাইরাল হলেন ভুল কথা বলে।

দুর্ধর্ষ "হিট রেকর্ড" ! এক লাফে ৫০০ শতাংশ পারিশ্রমিক বাড়ল এই বলি-স্টারের

সামনেই আসন্ন তাঁর "বালা" ছবিটি। যার ট্রেলার মুক্তি পেতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে বলিউড জুড়ে। ২০১৯ সালে "ড্রিম গার্ল" বক্স অফিসে তীব্র গতিতে ছুটে বাজার করে নিয়েছে। আর ২০১৮ সালে জাতীয় পুরস্কারের সম্মানের তাজ পেয়েছিলেন আয়ুষ্মান খুরানা। সেই অধ্যায়ের পর এবার পারিশ্রমিকে তাক লাগানো বৃদ্ধি ঘটিয়ে দিলেন আয়ুষ্মান খুরানা।পর পর ৬ টি হিট ফিল্ম। আর ৬ ট ছক্কা হাঁকিয়ে বলিউডে আপাতত "আয়ুষ্মান রাজ" করে চলেছেন "ড্রিম গার্ল" স্টার। আর প্রযোজকদের এতগুলি হিট ফিল্ম দেওয়ার পর এবার নিজের পারিশ্রমিক ৫০০ শতাংশ বাড়িয়ে নিলেন আয়ুষ্মান খুরানা। প্রতিটি ছবির জন্য আগে ছিল তাঁর পারিশ্রমিক ২ কোটি টাকা। বর্তমানে তা হয়ে দাঁড়াল ১০ কোটি টাকা।এক লাফে পারিশ্রমিক ৫০০ শতাংশ বাড়িয়ে নিয়ে আয়ুষ্মান এখন "টক অফ দ্য টাউন" হয়ে গিয়েছেন বলিউডে। উল্লেখ্য, আগামী ৭ নভেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে আয়ুষ্মান খুরানা অভিনীত ছবি "বালা"। ফের একবার ভূমি-আয়ুষ্মান জুটির এই ছবি নিয়ে পারদ ইতিমধ্যেই চড়তে শুরু করে দিয়েছে।

"ইনসাল্লাহ" নয়, সঞ্জয়ের পরিচালনায় "গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়ারি"-তে আলিয়া

মহানগর ওয়েবডেস্ক: সলমান-আলিয়া জুটির "ইনসাল্লাহ"র কাজ বন্ধ। কবে হবে সেই বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। আদও হবে কিনা তাঁর খবরও নেই। ঠিক সেই ঘটনার দু"মাস পরেই বড় ঘোষণা করলেন পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালি।

তাঁর পরবর্তী সিনেমা হতে চলেছে "গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়ারি"। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল এই সিনেমাতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করার কথা প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার। কিন্তু সেই সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এদিন পরিচালক ঘোষণা করেছেন আলিয়া ভাটকে দেখা যাবে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে। এই বিষয়ে খবর নিশ্চিত করেছেন বলিউডের ট্রেড অ্যানালিসিস্ট তরণ আদর্শ।এদিন তিনি টুইটারে লিখেছেন, "সঞ্জয় লীলা বনশালির আগামী সিনেমাতে মুখ্য চরিত্রে আলিয়া ভাট। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে মুক্তি পাবে এই সিনেমাটি।"

সলমানের "ইনসাল্লাহ" কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সঞ্জয় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন তাঁর আগামী সিনেমার কাজ নিয়ে। যদিও "ইনসাল্লাহ" আর মুক্তি পাবে কিনা সেই বিষয়ে কিছুই জানাননি পরিচালক। কিন্তু তাঁর আগেই প্রকাশ্যে এল তাঁর আগামী সিনেমার কাজ। তবে ঈদ নয় সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পাবে "গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়ারি"।এই সিনেমা ও "ইনসাল্লাহ" প্রসঙ্গে আলিয়া জানান, "আমি খুবই উত্তেজিত যে সঞ্জয় স্যারের সঙ্গে কাজ করতে পারব ভেবে। কিছু জিনিস হয় হঠাত করেই হয়ে যায়। যেটার জন্য আপনি অপেক্ষা করেন সেটা সহজে পাওয়া যায় না।

জীবনে সবকিছুই প্ল্যানমাফিক হয় না। কিন্তু সঞ্জয় লীলা বনশালির সঙ্গে কাজ করতে পারব ভেবেই খুশি আমি।" আলিয়া আপাতত ব্যস্ত তাঁর আগামী সিনেমা "সড়ক ২" নিয়ে। এছাড়াও আগামী বছর মুক্তি পাবে "ব্রহ্মাস্ত্র"।

রাগ নিয়ন্ত্রণে মনকে বোঝান সবার আগে

রাগ মানুষের এক ধরনের সাধারণ, স্বাভাবিক আবেগ। কম হোক বেশি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রাগ থাকে। এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু রাগ যখন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়, তখন সেটা নিয়ে একটু ভাবতেই হবে। আপনি যদি খুব সহজেই রেগে ওঠেন এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে তা আপনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। আশেপাশের মানুষেরাও বিরক্ত হয়ে উঠতে পারে আপনার ওপর। এ ধরনেরসমস্যা যেন না হয় সেজন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আপনাকে।

এটা খুব সহজ কাজ নয়। ধীরে ধীরে রাগকে নিজের বশে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে কিছু বিষয় নিজের মনে গেঁথে নিতে হবে, যা আপনার রাগ কমাতে সাহায্য করবে। রাজ সম্পর্কে কিছু বিষয় নিজের মনে গেঁথে নিতে হবে, যা আপনার রাগ কমাতে সাহায্য করবে। রাগ সম্পর্কে কছিু বিষয় আপনাকে জানতে হবে, বারবার নিজেকেএগুলো বোঝাতে হবে। তাহলে ধীরে ধীরে একটা সময় আপনি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এখানে রইল- রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আপনার মনকে বোঝাতে হবে।

কেন রেগে যাচ্ছেন?

নিজের রাগটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সবার আগে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি ঠিক কী কারণে রেগে যাচ্ছেন। অনেক সময় মানুষ নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই রেগে যায়। তাই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন, কেন রেগে আছি আমি? নিজেই খুঁজে বের করুন উত্তরটি।

রাগ শুধু সময় নষ্ট করে

নিজেকে যখন প্রশ্ন করবেন, কেন আপনি রেগে আছেন, সে প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর যদি না পান তবে মনকে বোঝান আপনি অকারণেই রেগে যাচ্ছেন। এই রাগ আপনার অনেকটা সময় কেড়ে নিচ্ছে। এ সময়ে আপনার আনন্দে থাকার কথা ছিল, একটা কাজ শেষ করা কথা ছিল । রাগ আপনাকে সেটা করতে দিচ্ছে না। সুতরাং আপনার রেগে গেলে চলবে না, রাগ আপনার অনেকটা সময় নিয়ে নেবে, কিন্তু কোনো উপকারে আসবে না।

রাগ কোনো সমাধান নয়

আপনি যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে রেগে নিয়ে থাকেন, তাহলে রাগ আপনার সেই সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারবে না। বরং রেগে গিয়ে আপনি সমস্যাটাকে আরো জটিল করে তুলেছেন। তাই না রেগে শান্ত হয়ে ভেবে সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। এই কথাটাই নিজেকে বোঝান। যদি কোনো মানুষের উপরে আপনি রেগে থাকেন, তাহলে মনকে বোঝান, কোনো মানুষই পারফেক্ট নয়। তাই সবার সব কাজ , আচার ব্যবহার আপনার ভালো লাগবে এমনটা নয়।একইভাবে হয়তো আপনার অনেক কাজও অন্যদের ভালো লাগে না। এটাই স্বাভাবিক। এজন্য রেগে যাওয়ার কিছু নেই।

অন্য আবেগের ফলাফল রাগ

রাগ যে সবসময় রেগে যাওয়ার মতো কোনো কারণ থেকে হয় তা নয়। অনেক সময় ক্ষোভ, কষ্ট, মন খারাপ, বিষন্নতা বা অন্য কোনো আবেগ অনুভূতি মানুষকে রাগিয়ে তোলে। সেক্ষেত্রে আপনার রাগের পেছনে কোনো আবেগ লুকিয়ে আছে তো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই আবেগের কারণটি চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে হবে। এজন্য রেগে ওঠার কিছু নেই, এবং আপনি অকারণেই রাগছেন— মনকে এটি বোঝান।

রাগ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে ধীরে সুস্থে, ধৈর্য নিয়ে। এজন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন নিজের মনকে বোঝা এবং বোঝানো। তবে নিজে বারবার চেষ্টা করেও যদি দিন দিন বাড়তে থাকে, আর তা যদি অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে অবশ্যই একজন মনোরোগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

রোগীকে জাগিয়ে রেখেই সার্জারি

তিন ঘন্টা ধরে ব্রেন সার্জারি হল, অথচ রোগীকে মুহূর্তের জন্যও অজ্ঞান করা হল না বা তাঁর শরীরের বিশেষ কোনও অঙ্গ সাময়িকভাবে অবশ করাও হল না। কী ভাবছেন, কোথায় হল এই অবিশ্বাস্য কাণ্ড। তাহলে জেনে রাখুন, এই তাক লাগানো অস্ত্রপচারটি হয়েছে ভারতের বেঙ্গালুরুতে। কিন্তু হঠাৎ রোগীকে জাগিয়ে রাখার কী দরকার কী? বছর পঞ্চাশের জনৈক নাইজেরীয় ব্যক্তির ব্রেন টিউমার ধরাপড়েছিল। শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে তিনি ঠিকভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারছিলেন না। আর এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছিল বলেই ডাক্তারও অজ্ঞান না করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অপারেশনের শুরু থেকেই ডাক্তারবাবু রোগীর ব্রেনের আক্রান্ত অংশকে 'স্টিমুলেট' করতে থাকেন। আর এই স্টিমুলেশনে'র মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেন যে ঠিক কোন কোন এলাকা কতটা পরিমাণে আক্রান্ত হয়েছে। অবশেষে সফলভাবেই বাদ দেওয়া হয় ওই টিউমার এবং এখন সুস্থ আছেন ওই নাইজেরীয় ব্যক্তি, মনের সুখে কথাও বলছেন, দেদার।

সত্যি কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবে পুরুষও ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন আগের থেকে অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই আর শুধু মহিলারাই নন, এবার সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন পুরুষও। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' বা গর্ভ রোপনের মাধ্যমে পুরুষরাও হতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বা এবং ভবিষ্যতে জন্ম দিতে পারবেন সন্তানের। এমনটাই দাবি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রজনন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্ডিপেন্ড-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে মহিলাদের 'উম্ব ট্রান্স প্ল্যান্ট' করা হয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতি পুরুষদের উপর প্রয়োগ করলে, পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড পলসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা আকৃতির পেলভিস রয়েছে। গর্ভ রোপণের পদ্ধতি খুবই জটিল একটি বিষয়। আর বিষয়টা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতোই।

তবে আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের যা পরিকাঠামো তাতে কি আদৌ সম্ভব পুরুষদের 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'? আমরা কথা বলেছিলাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ গৌতম খাস্তগীরের সঙ্গে । তিনি বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিষয়টি আমাদের কাছে এখনও প্রায় বলতে গেলে কল্পনার জগতেই রয়েছে। এটি করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও বেশ জটিল পর্যায়ে রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জটিল। মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট-র মতে জটিল অপারেশন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩ থেকে ৪ টি হয়েছে। এবং সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনেরমধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-র ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।'

তবে অনেকে মনে করেন, সারা পৃথিবীতে এত বাচ্চা রয়েচে। তাদেরকে তো অ্যাডপ্ট করা যায়। তাহলে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর মতো কঠিন অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কী দরকার।' উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' অপারেশন হওয়ার পর কী কী ঝুঁকি থাকছে? চিকিৎসক খাস্তগীর বলেন, 'একটা বড় অপারেশনে যা যা ঝুঁকি থাকে, সবই রয়েছে এই অপারেশনেও। পেটে ব্যথা হতে পারে, অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে এমনকী প্রাণহানির ঝুঁকিও রয়েছে।

পাশাপাশি রয়েছে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটা অপারশন।' 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'- এর জন্য যা যা পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা কি আদৌ রয়েছে আমাদের দেশে? তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের দেশে এক থেকে দুটি এমন অপারেশন হয়েছে। সেগুলি সব হয়েছে পুনেতে। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পাশাপাশি সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য যা খরচ হয়েছে, তা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অনেক বেশি পল পাওয়া যাবে। বিদেশে এই অপারেশন সফল হয়েছে। তবে, ১০ টি অপারেশনের মধ্যে একটি সফল হয় এই ক্ষেত্রে। পুনেতে যে অপারেশনগুলি হয়েছে, তাও সফল হয়েছে কিনা জানা যায়নি।' কী এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট? অন্য কোনও মহিলার ইউট্রাস নিয়ে অন্য কোনও মহিলা কিংবা পুরুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করাহয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য ৬ থেকে ৮ ঘন্টার দীর্ঘ অপারেশন হয়। যার শরীরে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা হচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে হরমোনেরও। হরমোন পরিবর্তন কী কী ঝুঁকি কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে? চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর বলেন, 'হরমোন পরিবর্তন তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অপারেশনে ঝুঁকি এত বেশি যে, চিকিৎসকরা এখনও উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' নিয় আশাবাদী নন।

রণবীরের প্রেমে পড়লেন বাণী সিঁদুরে মেঘ দেখছেন আলিয়া

বি-টাউনে কান পাতলেই তাই শোনা যায়, খুব শীঘ্রই নাকি চার হাত এক হতে চলেছে দুজনের। কিন্তু এরই মাঝে কি ফের কোনও তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হল! কানাঘুষো খবর, অভিনেত্রী বাণী কাপুর নাকি রণবীরের প্রেমে পড়েছেন। আর তার পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছে।শুদ্ধ দেশি রোম্যান্স ছবি দিয়ে অভিনয় জগতে পা রেখেছিলেন বাণী। তার পরে রণবীর সিং-এর বিপরীতে বেফিকরে ছবিতেও ছিলেন তিনি। কিন্তু সে ভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি তিনি। কিন্তু সম্প্রতি মুক্তি প্রাপ্ত ওয়ার ছবিতে প্রশংসিত হয়েছে বাণীর অভিনয়। ওয়ার-এর কাজ শেষ হতেই তিনি রণবীর

কাপুরের বিপরীতে শামসেরা ছবির শ্যুটিং-এ মন দিয়েছেন।আর এই ছবির কাজ করত গিয়েই নাকি রণবীরের প্রেমে পড়েছেন বাণী। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে রণবীরের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা করা হয় বাণী কাপুরকে। মুখে কিছু না বললেও, রণবীরের প্রসঙ্গে এমন ভাবে বাণী ব্লাশ করেন, তাতেই জল্পনা শুরু হয়। বাণী বলেন, রণবীরের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুণ। ও খুবই স্বাভাবিক ও বিনয়ী।

একটা কাজ বাড়িতে অপছন্দ তৈমুরের

প্রেসকার্ড নিউজ ডেস্ক ; জন্মের পর থেকেই যেন সে পাপারাতজিদের প্রিয়। করিনা ও সইফ আলির সঙ্গে যেখানেই যায় সেখানে স্পটলাইট কেড়ে নেয় তৈমুর। আর তাকে দেখলেই চারপাশে জমে যায় ক্যামেরার ভিড়। বিমানবন্দরে হোক বাবা-মায়ের সঙ্গে কোনও পার্টি, তৈমুরকে কখনোই এড়িয়ে যেতে পারেন না পাপারাতজিরা।তৈমুরও ক্যামেরার সামনে এইটুকু বয়স থেকেই পোস্ট দিতে সিদ্ধহস্ত। তবে বাইরে বিষয়টা এরকম হলেও ঘরে কিন্তু তৈমুর একেবারে অন্যরকম। ঘরে নাকি তৈমুর ছবি তুলতে চায় না। সম্প্রতি মুম্বইতে মামি মুভি মেলায় করিনা কে জিজ্ঞাসা করা হয় পাপারাতজিদের সঙ্গে দেখা না হলে কি তৈমুরের মন খারাপ হয়? তখন করিনাই জানান, তৈমুরের মন খারাপ তো দূরের কথা সে তখন বাড়ির লোকজনকে তার ছবিও তুলতে দেয় না। পাপারাতজিদের ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে পোজ দিলেও বাড়িতে এসে ক্যামেরা দেখলেই চলে যায় সে। করিনার কথায়, "পাপারাতজিরা ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ও এমনই মনে করে।

বৃহস্পতিবার স্টেট মিউজিয়াম ও উজ্জয়ন্ত প্রসাদে পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য ব্যাটারি চালিত গাড়ির উদ্বোধন পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। ছবি- নিজস্ব।

আজ মহারাষ্ট্রে একাধিক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী

চণ্ডীগড়, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। সেই উপলক্ষ্যে জোর কদমে চলছে নির্বাচনী প্রচার। কোনও দলই একে অন্যকে জমি ছাড়তে নারাজ। একদিকে যখন মহারাষ্ট্রে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি-শিবসেনা জোট অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনের ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠে রাজ্যে ক্ষমতা আসার জন্য মুখিয়ে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেস ও তার জোটসঙ্গী এনসিপি। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রে একাধিক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন মহারাষ্ট্রের পার্লে, সাতারা এবং পুনের জনসভা বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক মহলের মতে বুধবারের মতো এদিনও ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি, সন্ত্রাসবাদ দমন প্রসঙ্গে কংগ্রেস এবং এনসিপির বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন তিনি। পাশাপাশি স্থানীয় সমস্যার প্রসঙ্গও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দীপাবলির পর রাজ্যজুড়ে বামপন্থীদল গুলোর সঙ্গে কংগ্রেস যৌথ আন্দোলন নামছে

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : পশ্চিমবঙ্গে হারিয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধার করতে এবার কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনে নামছে বামফ্রন্ট উ দীপাবলীর পর রাজ্যজুড়ে শুরু হবে এই আন্দোলন প্রক্রিয়া উ বৃহস্পতিবার এমনটাই জানা যায় দুই দলের সূত্র মারফত উ এই আন্দোলনে মূলত রাজ্যের হিংসার পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে তাঁরাউ

এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবেন, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বোস, সিপিআই(এম) বিধানসভা দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী, সিপিএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র উ কংগ্রেসের তরফ থেকে থাকবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র, রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি ও বেকারত্বের ইস্যুকে তুলে ধরে আন্দোলনে সোচ্চার হবেন তাঁরা উ

উভয় দলের মতে রাজ্যে হিংসা পরিস্থিতিকে রুখতে, এবার সময় হয়ে গেছে যৌথভাবে বিজেপি এবং তৃণমূনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর উ এবিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র বলেন, "আমরা বর্তমানে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর প্রস্তুতি নিয়েছি উ যার ভিত্তিতে যৌথ আন্দোলন বা রাজনৈতিক কর্মসূচি সংগঠিত হবে। দীপাবলির পরেই আমরা রাজ্য জুড়ে আমাদের প্রথম যৌথ আন্দোলন শুরু করব। রাজ্যে বিজেপির সাম্প্রদায়িক শক্তি থামাতে সিপিএম ও কংগ্রেস একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।" তাঁর কথায়, "কেবলমাত্র সিপিএম এবং কংগ্রেসই আছে যারা জনগণের স্বার্থে, রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা বন্ধ করতে পারে।" এবিষয়ে সিপিএমের বরিষ্ঠ নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "তৃণমূল-কংগ্রেসই রাজ্যে বিজেপির বাড়বাড়ন্ত-এ সহায়তা করেছিল।

প্রখ্যাত অভিনেত্রী স্মিতা পাটিলের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : আজ ১৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার প্রখ্যাত অভিনেত্রী স্মিতা পাটিলের ৬৫ তম জন্মবার্ষিকী। তিনি ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেত্রী, টেলিভিশন ও থিয়েটার কর্মী। বৃহস্পতিবার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'বিশিষ্ট অভিনেত্রী স্মিতা পাটিলের জন্মবার্ষিকীতে জানাই শ্রদ্ধার্ঘ্য।' ১৯৫৫ সালে ১৭ অক্টোবর মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে ১৩ ডিসেম্বরে মাত্র ৩১ বছর বয়সে জীবনাবসান ঘটে তাঁর। হিন্দি ও মারাঠি ভাষার ৮০-এর অধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন স্মিতা পাটিল। তিনি তাঁর সময়কালে শ্রেষ্ঠ মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রীরূপে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন। এক দশকেরও অধিক সময় অভিনয় জগতে পারদর্শীতার সঙ্গে পার্ফোমেন্স করেন তিনি।

চলচ্চিত্র জীবনে অসামান্য অবদান রাখায় জন্য, ১৯৮৫ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত চতুর্থ সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী পদকে ভূষিত হন স্মিতা পাতিল। ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবার্ষিকীতে ডাকবিভাগ তার মুখাবয়ব নিয়ে ২০১৩ সালের ৩ মে তারিখে ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবসে টুইট বার্তা মমতার

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : আজ ১৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবসের এই বিশেষ দিনে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন টুইটের মাধ্যমে এই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস। বাংলার সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারত্ব হ্রাস, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং মানবাধিকার রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।'

১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ১৭ অক্টোবরকে দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের পর্যবেক্ষণে দেশের দারিদ্র্য ও বঞ্চনা বিশেষ গুরুত্ব পায়। ১৯৯৫-এর বিশ্বস্বাস্থ্য রিপোর্টে আছে বিশ্বের সবচেয়ে নিষ্ঠুর হত্যাকারী ও ভোগান্তির উৎস হচ্ছে দারিদ্র্য। এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতেই দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেয় রাষ্ট্রসংঘ। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালকে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রসংঘ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন্ন সমাবর্তন নিয়ে আজ বৈঠক

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন সমাবর্তন নিয়ে আজ বৈঠক ডাকা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদগুলিকে থাকতে বলা হয়েছে সেখানে। কোর্টের সদস্য সব শিক্ষক যাতে উপস্থিত থাকেন, সেটিও নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সমাবর্তন নিয়ে বুধবার রাজ্যপাল তথা আচার্য জগদীপ ধনখড় রাজভবনে এক বৈঠক করেন সংগঠন-প্রতিনিধিদের সঙ্গে। শুক্রবার ক্যাম্পাসে কোর্টের বৈঠকে যোগ দিতে আসছেন রাজ্যপাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সিনিয়র অধ্যাপকদের বক্তব্য, কোনও আচার্যর সমাবর্তন ছাড়া ক্যাম্পাসে এসে কোর্টের বৈঠকে অংশ নেওয়া এই প্রতিষ্ঠানে সম্ভবত নজীরবিহীন।

ক্যাম্পাসে আটকে পড়া কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে মুক্ত করতে সবাইকে অবাক করে হাজির হয়েছিলেন রাজ্যপাল। তা নিয়ে বহু জলঘোলা হয়। বিক্ষোভে কিছুক্ষণের জন্য আটকে পড়ে রাজ্যপালের গাড়িও। কোর্টের বৈঠক ঘিরে শুক্রবার যাতে কোনও রকম 'অপ্রীতিকর' পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে জন্য তৎপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। নির্ঝঞ্ঝাট কোর্টের বৈঠকই লক্ষ্য।

রাজ্যপাল কোর্টের চেয়ারম্যান। এ বার যাদবপুরের সমাবর্তনে কবি শঙ্খ ঘোষ ও প্রাক্তন বিদেশসচিব সলমন হায়দারকে সাম্মানিক ডিলিট এবং আইএসআই-এর অধিকর্তী সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজ্ঞানী সিএনআর রাওকে সাম্মানিক ডিএসসি দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কোর্টের কাছে পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি। কোর্টের বৈঠকে সাধারণত রাজ্যপাল আসেন না। কিন্তু বর্তমান রাজ্যপাল আসতে চেয়েছেন বলেই সূত্রের খবর। সাম্মানিক ডিএসসি এবং ডিলিট দেওয়ার বিষয়ে রাজ্যপাল দ্বিমত পোষণ করেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে।

বৃহস্পতিবার সিপিএম'র ১০০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে পতাকা উত্তোলন করেন দলের রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ। ছবি- নিজস্ব।

মদিনার মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : মদিনায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার শোকপ্রকাশ করে এক ট্যুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সৌদি আরবে মক্কার কাছে মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় শোকাহত। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

উল্লেখ করা যেতে পারে বুধবার সৌদি আরবের পশ্চিমে মদিনার আল অখলে একটি এক্সাভেটরের (মাটি খননকারি ভারী যান) সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় চার্টার্ড বাসের। সংঘর্ষ তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। আগুন লেগে যায় বাসটিতে। এমনকি বিলাসবহুল বাসটির কাঁচের জানালাও ভেঙে যায়। বাসটির মধ্যে বিদেশি পর্যটকও ছিল। আহতদের প্রত্যেকে আল হামনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কি কারণে দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিম্পাঞ্জির কামড়ে বাদ গেল আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তার আঙুল

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : শিম্পাঞ্জির কামড়ে বাদ গেল আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা আশিস সামন্তর আঙুল।

সূত্রের খবর, বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ বাবু। তার চিকিৎসাও চলছে। মাঝেমধ্যে চিকিৎসকরা তাঁকে দেখতেও আসছেন। গতকালের ঘটনার পরেই চিড়িয়াখানায় ছুটে আসেন স্টেট জ্যু অথরিটির কর্মকর্তারা, আসেন চিড়িয়াখানার পদস্থ আধিকারিকরা। ঘটনার পর থেকে বাবুকে আলাদা করে রেখে নজরদারি চালানো হচ্ছে। বুধবার ঘড়ির কাঁটা তখন আড়াইটে ছাড়িয়েছে। অন্যান্যদিনের মতোই আলিপুর চিড়িয়াখানায় ঘুরছিলেন চিড়িয়াখানার অধিকর্তা আশিসকুমার সামন্ত। ক্যাঙারু, জিরাফ, জেব্রার মতোই বাবুকে দেখতে ঢুকেছিলেন খাঁচায়। আর তখনই তাঁকে আক্রমণ করে সে। শিম্পাঞ্জি বাবুর কামড়ে কেটে যায় তাঁর বাম হাতের তর্জনীর উপরের কিছুটা অংশ। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, যখন ঘটনাটি ঘটে তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিপাররা। তাঁদেরই চিৎকার চেঁচামেচিতে অন্যান্য কিপাররা এবং নিরাপত্তারক্ষীরা ছুটে আসেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। আঙুলের অংশ জোড়া লাগানোর চেষ্টা শুরু হয়। তবে এখন সুস্থ রয়েছেন তিনি। যদিও বাবুর উপর স্নেহ কোনও অংশে কমেনি আশিসবাবুর। প্রসঙ্গত, চিড়িয়াখানায় যতই প্রাণী বা পশু থাকুক না কেন, বয়সে প্রবীণ বাবুর চাহিদা অনেকের চেয়েই বেশি। আট থেকে আশি চিড়িয়াখানায় এসে একবারটি বাবুকে না দেখে ফিরতে চান না। তাঁর অঙ্গভঙ্গি শত দুঃখেও মানুষকে আনন্দ দিতে পারে।

দমদম বিমানবন্দর থেকে উড়ল যুদ্ধবিমান

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ল যুদ্ধবিমান উ বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার বিমানবন্দর থেকে আকাশ পথে যুদ্ধের মহড়া চালায় বায়ুসেনা উ ভবিষ্যতে যাতে প্রয়োজনে অসামরিক বিমানবন্দরগুলি থেকে যুদ্ধবিমানের চালনা করা যায়, সেই কথা ভেবেই ছিল এদিনের পরীক্ষামূলক মহড়া উ বায়ুসেনার তরফ থেকে জানা গেছে, এই মহড়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে দু'টি বিমানবন্দরকে উ তারমধ্যে রয়েছে দমদম বিমানবন্দর ও অন্ডাল বিমানবন্দর উ

বৃহস্পতিবার দমদম বিমানবন্দরে মহড়ায় অংশগ্রহণ করে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান সুখোই ৩০, হক ১৩২ ও এমকেআইউ এদিন এই তিনটি যুদ্ধবিমান কলকাতার আকাশে 'ডগফাইট' চালায়। দমদম বিমানবন্দরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে চলে আকাশ যুদ্ধের মহড়া উ এদিন যাত্রীবাহী বিমানের সঙ্গেই কলকাতা থেকে উড়ে যুদ্ধবিমানগুলি। এক্ষেত্রে প্রত্যেক মুহূর্তে এটিসি-র সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেন বায়ুসেনার পাইলটরা। বায়ুসেনা অফিসাররা জানান, কলকাতা, অন্ডাল ছাড়াও ডিমাপুর, ইম্ফল, গুয়াহাটি ও পাশিঘাট বিমানবন্দরে এই মহড়া চালানো হচ্ছে। আপাতকালীন ব্যবস্থা হিসাবেই কলকাতা বিমানবন্দরের মতো অসামরিক বিমানবন্দরগুলি ব্যবহার করা হবে। যদি কখনও যুদ্ধর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেই সময় এখানেই ওঠানামা করবে যুদ্ধবিমান। প্রথম দফায় কলকাতার পর দ্বিতীয় দফায় অন্ডালে চলবে এই মহড়া।

বায়ুসেনা সূত্রে খবর, ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে চিনকে রুখতে ইতিমধ্যেই আঁটসাঁটো ব্যবস্থা নিয়েছে বায়ুসেনা উ তারই একটি পদক্ষেপ অসামরিক বিমানবন্দর গুলোকে যুদ্ধবিমানের জন্য

ছয়ের পাতায়

এসবিআই-র নামে এসএমএসে প্রতারণার ফাঁদ সতর্কতা কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : এবার এসবিআই-র নামে এসএমএসে প্রতারণার ফাঁদ পাতল জালিয়াতিরা উ এই সব এসএমএসে বলা হচ্ছে কাস্টমার মোটা টাকা গিফট জিতেছেন উ যদিও এই ম্যাসেজের কোনও ভিত্তি নেই বলেই জানিয়েছে পুলিশ উ বৃহস্পতিবার এবিষয়ে জনগণকে সতর্ক করে, কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করা হয় উ

প্রতারকদের এসএমএস গুলোতে লেখা থাকছে, "প্রিয় কাস্টমার, আপনার আয়কর ফেরতের অনুমোদন করা হয়েছে। ২০,৪৯০ টাকা শীঘ্রই জমা দেওয়া হবে। আপনার অ্যাকাউন্ট নম্বরটি যাচাই করুন । যদি অ্যাকাউন্টে ভুল থাকে তাহলে দয়া করে নীচের লিঙ্কটিতে ক্লিক করুন । এবং আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য আপডেট করুন" উ এছাড়াও অন্য আরও একটি মেসেজ আসছে গ্রাহকদের ফোনে উ সেখানে লেখা থাকছে, "প্রিয় এসবিআই গ্রাহক । আপনার এসবিআই সেভিংস অ্যাকাউন্ট ভুল স্বাক্ষর যাচাইয়ের কারনে ০৩/১০/২০১৯ তারিখে অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়েছে। আপনার অ্যাকাউন্টটি পুনরায় সক্রিয় করতে দয়া করে এসবিআই অনলাইনে যান । নীচের লিঙ্কটিতে এখনই ক্লিক করুন এবং যাচাইকরণের প্রক্রিয়া করুন উ"

এই সমস্ত ম্যাসেজগুলো থেকেই সাবধান সতর্ক করেছে কলকাতা পুলিশ উ এবিষয়ে এদিন ছবি সহ কলকাতা পুলিশের পোস্টটিতে লেখা হয়েছে, "সতর্ক থাকুন উ নিচের এসএমএস দুটির একটি বা দুটোই আপনার মোবাইলেও আসতে পারে। এই দুটি মেসেজ অনেকে পেয়েছেন। এমন

ছয়ের পাতায়

বারাণসী সফরে আসা অমিত শাহকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানালেন যোগী

বারাণসী, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল বারাণসী পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

এদিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ বাবথপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে অমিত শাহের বিমান। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি বিমানবন্দরে দলের সর্বভারতীয় সভাপতিকে স্বাগত জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিং এবং মছলি শহরের বিজেপির সাংসদ বিপি সরোজ। বারাণসীতে অমিত শাহের সঙ্গেই পৌঁছান কৌশলবিকাশ মন্ত্রী মহেন্দ্রনাথ পান্ডে।

এদিন বেনারস হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্রতা ভবন সভাগৃহে ভারত অধ্যায়ন কেন্দ্রের আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখবেন অমিত শাহ। পাশাপাশি রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন তিনি। কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর হেলিকপ্টারে করে বাবথপুর বিমানবন্দরে যাবেন অমিত শাহ। সেখান থেকে দিল্লির বিমান ধরবেন।

ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দ্বীপ রাষ্ট্র ফিলিপিন্স, নিহত পাঁচ

ম্যানিলা(ফিলিপিন্স), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ ফিলিপিন্সের উত্তর কোটাবাটো সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ৬.৩। এই ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দক্ষিণ ফিলিপিন্সের উত্তর কোটাবাটো সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। প্রায় ৭৭ জন মানুষের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। ভূমিকম্পের জেরে বিভিন্ন জায়গায় ধস নামার ফলে বহু বাড়ি ভেঙে পড়ে। এমনকি শপিংমলে আগুনও লেগে যায়। ভয় ও আতঙ্কে মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালগুলি থেকে রোগীদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার সকালে ফের ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ফিলিপিন্স। এবারের ঘটনাস্থল দাভোয়া অরিয়েন্টাল রাজ্য। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৩। জোর কদমে চলছে উদ্ধার কাজ।

দিল্লিতে ক্যাব নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতিরা, তদন্তে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : চালককে ভয় দেখিয়ে ক্যাব নিয়ে চম্পট দিল একদল দুষ্কৃতি। বৃহস্পতিবার ভোরে দিল্লির রোহিনীর প্রশান্ত বিহার এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গোটা ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দিল্লি পুলিশের তরফে ডিসিপি এসডি মিশ্র জানিয়েছেন, ক্যাবচালক দেশরাজ মূলত পুলিশের কাছে দেওয়া নিজের বয়ানে দাবি করেছেন বুধবার রাতে ব্রিজ কিশোর নামে এক ব্যক্তিকে জয়পুর থেকে দিল্লি পর্যন্ত অ্যাপ নির্ভর ক্যাব চালিয়ে নিয়ে আসেন। হরিনগর এলাকায় ওই ব্যক্তিকে নামিয়ে দিয়ে পরবর্তী রাইডে বেরিয়ে যান তিনি। রাত দেড়টা নাগাদ ইএসআই হাসপাতালের সামনে ক্যাব থামিয়ে পেছনের সিটে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ তিন যুবক এসে তাঁর ক্যাবে ওঠার চেষ্টা করে। এক যুবক পেছনের সিটে বসে পড়ে অপর যুবক দেশরাজকে ছুরি দেখিয়ে ভয় দেখাতে থাকে। অপর ব্যক্তি চালকের আসনে গিয়ে বসে। ক্যাব চলতে শুরু করে। শুনসান জায়গা দেখে চালককে ফেলে দিয়ে ক্যাব নিয়ে চম্পট দেয় ওই তিন যুবক। ক্যাবটির মধ্যে নগদ হাজার টাকারও বেশি অর্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিল। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার গান্ধী সংকল্প যাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় এক রাজধানীতে এক র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

অনিল কুম্বলের জন্মদিনে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : আজ ১৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক অনিল কুম্বলের ৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অনিল কুম্বলেকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা।' ১৯৭০ সালের ১৭ অক্টোবর ব্যাঙ্গালুরুতে জন্মগ্রহণ করেন কুম্বলে।

অনিল কুম্বলে ছিলেন একদিনের ও টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট ধারী খেলোয়াড়। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই নয়, বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেট ধারী ছিলেন তিনি। এক ইনিংসে ১০ টি উইকেট নেয়ার রেকর্ড ও আছে তার নামে। ২০০৮ সালে ক্রিকেট জীবন থেকে অবসর নেন কুম্বলে।

২০২২-এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি কাঁচাঘর পাকাঘরে উন্নীত হবে, রাতাবাড়িতে মন্ত্রী

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : ২০২২ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি কাঁচাঘর পাকাঘরে উন্নীত হবে। কনকলতা প্রকল্পের মাধ্যমে স্বামীহারা বিধবাদের এককালীন ২৫ হাজার করে নগদ আর্থিক সাহায্য ও মহিলা স্বাবলম্বীকরণের জন্য প্রতিটি সেল্ফ হেল্প গ্রুপকে ২৫ হাজার করে রিভলবিং ফান্ড দেওয়া হবে। রাতাবাড়ির উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বিজয় মালাকারের পালে হাওয়া তুলতে একদিনের ঝড়ো প্রচারে এসে এ-সব সরকারি প্রকল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী নবকুমার দলে।

বৃহস্পতিবার বিধানসভা নির্বাচন এলাকার রংপুর, চেরাগি ও নিভিয়ায় তিনটি নির্বাচনী জনসভায় পঞ্চায়েতমন্ত্রী নবকুমার দলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন গণমুখি প্রকল্পের উদাহরণ তুলে ধরে স্থানীয় জনতাদের আকর্ষিত করেন। বলেন, সরকার চা বাগান সম্প্রদায়ের জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে বিনামূল্যে চালের ব্যবস্থা করেছে। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে বিনামূল্যে চিনিও দেওয়া হবে। বাগানের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তার কথাও ঘোষনা করেছে রাজ্য সরকার। গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর আহারের জন্য ১২ হাজার টাকা প্রদান করেছে বিজেপি সরকার। রাজ্যের প্রতিটি বাগানের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ১ কোটি টাকা করে প্রতি বাগানে মঞ্জুর করেছেন।

সমষ্টির চা বাগান এলাকায় বিজেপি পরিচালিত জোট সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরে পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে ৫৫ বছর শাসন ক্ষমতায় থেকেও কংগ্রেস বাগানের উন্নতি সাধনে কোনও গঠনমূলক উদ্যোগ নেয়নি। কংগ্রেস আলি আর কুলির বিভাজন তৈরি করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছে। মন্ত্রী নবকুমার দলে বলেন, দিল্লি এবং দিশপুরের মসনদ দখলের লোভে চা শ্রমিকদের সাক্ষাৎমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল কংগ্রেস সরকার। ফলে জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলেছিলেন চা শ্রমিকরা। কিন্তু ২০১৪ সালে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সমগ্র দেশ-সহ অসমের চা শ্রমিকরা নতুনভাবে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পান। তাই আজকের প্রতিটি জনসভায় উপস্থিত বিশাল সংখ্যক জনতাকে সমষ্টির উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি প্রার্থী বিজয় মালাকারকে রেকর্ড পরিমাণ ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান মন্ত্রী নবকুমার দলে। বৃহস্পতিবার দলীয় প্রার্থী বিজয় মালাকারের জয় সুনিশ্চিত করতে রাতাবাড়ির সীমান্ত এলাকায় ঝড়ো প্রচার করে গেলেন রাজ্যে র পঞ্চায়েত মন্ত্রী নবকুমার দলে। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, রাতাবাড়ির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দলীয় প্রার্থী বিজয় মালাকারকে রেকর্ড ভোটে জয়ী করুন। অন্যথায় সমষ্টির উন্নয়ন মাঝপথে গতিরোধ হয়ে পড়বে। সাংসদ কৃপানাথ মালাহ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়ন তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছে। সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে রাজ্যের যে উন্নয়ন হয়েছে, তা বিগত পঞ্চাশ বছরে হয়নি। বিজয় মালাকার জয়ী হলে সমষ্টির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। আজকের প্রতিটি জনসভায় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ দাস, কাছাড় জেলা পরিষদ সভাপতি অমিতাভ রাই ও হাইলাকান্দি জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত নাথ, দীপক দেব প্রমুখ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছেলের সম্পর্কে মেঘালয়ের রাজ্যপালের প্রশ্নের জবাব দিলেন নোবেলজয়ীর মা

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়ের দুটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছেউ তবে ছেলের সম্পর্কে মেঘালয়ের রাজ্যপালের প্রশ্নের জবাব দিলেন নোবেলজয়ীর মা নির্মলা দেবী উ

একটি পোস্টে তথাগতবাবু লিখেছেন, "অভিজিৎ ব্যানার্জির জন্মস্থান কোথাও বলছে কলকাতা, কোথাও মহারাষ্ট্রের ধুলে ন কোনটা? ওঁর মা মারাঠী, বাবা বাঙালি, প্রয়াত দীপক ব্যানার্জিউ মহারাষ্ট্রে নামের মাঝখানে পিতৃনাম বসাবার প্রথা আছেউ তাহলে ওঁর নামের মাঝখানে 'বিনায়ক' কেন, 'দীপক' হওয়া উচিত ছিল!"

দু দিনে এর প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ২২৭ টি লাইক, ১৪৬ টি মন্তব্য, ২৭টি শেয়ার এসেছেউ এর পর গতকাল তথাগতবাবু অপর একটি পোস্ট করেনউ তাতে লেখেন, "অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জির নাম সম্বন্ধে দুটো সহজ-সরল প্রশ্ন না করলে জানতেও পারতাম না ফেসবুকে/ টুইটারে এত হাবা লোক আছে! এর প্রেক্ষিতে এসেছে ১৮৯ টি লাইক, ৯১ টি মন্তব্য, ৮ টি শেয়ার এসেছেউ দুটি পোস্টেই বহু মানুষ ফেসবুকে আক্রমণ করেছেন তথাগতবাবুকেউ

এ প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিতের মা নির্মলা দেবী জানান, 'অভিজিতের জন্ম তৎকালীন বোম্বেতে। ওর দাদু—দিদার বাড়ি ছিল বোম্বেতে। তবে ছোট থেকেই কলকাতায়।' এরপর ছেলের নামের মাঝে কেন 'বিনায়ক', তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নির্মলা দেবী বলেন, 'এখানে তো নামের মাঝে বাবার নাম বসানো হয় না। নামের মাঝে 'বিনায়ক' দিয়েছিলাম কারণ, আমি মারাঠি। 'বিনায়ক' নাম রাখার অনেকগুলো কারণ ছিল। আমি চেয়েছিলাম, একটা মারাঠি নাম থাকুক। ছোটবেলায় আমার প্রিয় ঠাকুর ছিল বিনায়ক অর্থাৎ গণেশ। সেটা একটা বড় কারণ। তাছাড়া মহারাষ্ট্রে বিনায়ক নামটা খুবই জনপ্রিয়। আমার এক খুড়তুতো দাদা রয়েছেন, তাঁর নামও বিনায়ক। আমি চেয়েছিলাম যেহেতু আমি মারাঠি, তার একটা কিছু আভাস থাকুক ছেলের নামে।'

অভিজিতের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের কোনও যোগ রয়েছে? নির্মলা দেবী জানান, 'অভিজিৎ মারাঠি ভাষা বুঝতে পারে। বলতে পারে না। ওর জন্ম মুম্বইয়ে। আমার বাপেরবাড়ি মুম্বইয়ে। তবে মহারাষ্ট্রে ও থাকেনি। আমিও গত ৬০ বছর ধরে কলকাতায় আছি। আমার জন্মও মুম্বইয়ে। ওর দাদু—দিদিমা সকলেই মারা গিয়েছেন। আমার ভাইও মারা গিয়েছে। পুনেতে আমার এক বোন রয়েছে। বছরে একবার সেখানে যাই। এছাড়া মহারাষ্ট্রের সঙ্গে আমার তেমন কোনও সম্পর্ক নেই।'

কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য থেকে অক্সিজেন পাচ্ছে দেশবিরোধী শক্তি : প্রধানমন্ত্রী

বিড(মহারাষ্ট্র), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : কংগ্রেস ও এনসিপি নেতাদের বক্তব্য থেকে অক্সিজেন পাচ্ছে দেশবিরোধী শক্তিগুলি। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের বিডে নির্বাচনী জনসভায় এমনই ভাষায় রাজ্যের দুই বিরোধী দলের নেতাদের কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির প্রসঙ্গে একযোগ দেশবিরোধী বক্তব্য রেখে চলেছে এই দুইটি দল।

এদিন বিপুল জনসমাগমের সামনে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী দাবি করেন যে ইতিহাসে যখনই ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে আলোচনা হবে তখন দেশহিতে নেওয়া একাধিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা দলগুলির নেতাদের বক্তব্য নিয়েও আলোচনা হবে। দেশের একতা ও অখণ্ডতা কথা উঠলেই কংগ্রেস শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমান দেখতে পায়। কংগ্রেসের দাবি কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। কংগ্রেসের আরও এক নেতা জানিয়েছিলেন এটি দেশকে শেষ করে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত। এই সকল মন্তব্য করা নেতাদের কখনও ক্ষমা করবে না জনগণ।

বিডের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্কের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিড এবং বিজেপির সম্পর্ক কখনও ভাঙা যাবে না। নিজেকে ভাগ্যবান হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, আজ দুইজন ভগবানের দর্শন পেয়েছি। প্রথমটি বৈদ্যনাথের অপরটি এই বিশাল জনসমাগমের। জনতা হচ্ছে ভগবানের রূপ। জনতা এখনে বরাবর বিজেপি প্রার্থীদের জিতিয়েছে। আগের বারের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে এবার জয়যুক্ত হবে বিজেপি প্রার্থীরা। তিনি আরও বলেন, এই বিশাল জনসভা দেখে ভয় পেয়েছে কংগ্রেস ও এনসিপি নেতারা। কংগ্রেস নেতারা দলীয় কোন্দলে মত্ত হয়ে রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে পরলি বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছে রাজ্যের মহিলা ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী পঙ্কজা মুন্ডেকে। এনসিপি এখানে ধনঞ্জয় মুন্ডেকে প্রার্থী করেছে। পঙ্কজা মুন্ডে এই আসন থেকে এর আগে টানা দুইবার জিতে আসছে।

কলকাতা পুলিশের

পাচের পাতার পর

মেসেজ ফোনে পেলে তাতে সাড়া দেবেন না। দ্রুত আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের ব্যাঙ্ক ফ্রড স্কোয়াডে বিষয়টি জানান। ব্যাঙ্ক ফ্রড হেল্পলাইন নম্বর ৮৫৮৫০৬৩১০৪

যুদ্ধবিমান

পাচের পাতার পর

ব্যবহার যোগ্য করে তোলা উ তার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে পূর্ব ভারত ও উত্তর পূর্ব ভারত থেকে মোট ৬ টি বিমানবন্দরকে উ তারমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে রয়েছে ২ টি বিমানবন্দর

আত্মঘাতী দুই ছাত্রী

তিনের পাতার পর

শ্রেণীর ছাত্রী পূরবী নস্কর (১৪) গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়। ঠিক কি কারণে সে আত্মঘাতী হয়েছে সেটি পরিষ্কার নয়। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বাড়িতে বকাবকির কারণে এই ছাত্রীও আত্মঘাতী হয়েছে। দেহ দুটি ক্যানিং থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশকর্তাদের

তিনের পাতার পর

কোন কোন জায়গায় আরও উন্নতি দরকার, তা নিয়ে কর্তাদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। যান চলাচল ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক রূপরেখা ও কৌশল তৈরি করায় শহরে ট্রাফিকের হাল ধীরে ধীরে ফিরতে ফিরতে শুরু করেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার যে সব রাস্তায় সারাদিন যানজট লেগে থাকত, সেইসব রাস্তায় গাড়ির গতি অনেকটাই বেড়েছে। এমনকী স্কুল শুরু বা শেষের সময়ে বিভিন্ন রাস্তায় গাড়ি আগের মতো আর আটকে থাকছে না। আগেভাগে হোমওয়ার্কের কারণে পুজোর সময় খুব বেশি যানজট হয়নি কলকাতায়।

সপ্তাহে সাতদিনই যাতে স্বাভাবিক যান চলাচল অব্যাহত থাকে, সেই ব্যবস্থাই করতে চাইছে লালবাজার। পুজোর ছুটি কাটিয়ে অফিসগুলি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসায় গাড়ির চাপ বেড়েছে কলকাতায়। তার সঙ্গেই এসে পড়েছে দেওয়ালি ও কালীপুজো। সেই কারণেই সতর্ক পুলিশ কমিশনার। যেভাবেই হোক, যান চলাচল মসৃণ রাখতে তৎপর তিনি।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল পাটনা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরা হাই কোর্টের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল পাটনা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পেতে চলেছেন। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম এই প্রস্তাব করেছে।

ইতিপূর্বে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোলকে ঝাড়খন্ড হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ওই প্রস্তাব পুনঃসংশোধন করেছে। গত ১৫ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোলকে পাটনা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে প্রস্তাব করেছে। তেমনি, পাটনা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি এ পি শাহিকে মাদ্রাস হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে প্রস্তাব করেছে। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম মেঘালয় হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি এ কে মিত্তলকে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে প্রস্তাব করেছে।

স্টেট মিউজিয়াম ও উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ঘুরে দেখতে পর্য্যটকদের জন্য ব্যাটারি চালিত গাড়ির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টেবর ।। রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এবছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত রাজ্যে যে সংখ্যক পর্যটক এসেছেন তা গত বছরের তুলনায় অধিক। আজ স্টেট মিউজিয়াম তথা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে আয়োজিত ব্যাটারী চালিত গাড়ি প্রদান এবং ত্রিপুরা পর্যটন পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড ও নারকেল কুঞ্জ ট্যুরিজম কো-অপারেটিভ সোসাইটির মধ্যে নারকেল কুঞ্জের নবনির্মিত পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে একথাগুলো বলেন পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচিতে স্টেট মিউজিয়াম ও আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের জন্য ২টি করে ব্যাটারী চালিত গাড়ি দেওয়া হয়। যাতে এই দুটি স্থানে পর্যটক ও যাত্রীদের আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। তাছাড়া একই প্রকল্পে নারকেল কুঞ্জের সার্বিক পরিচালনা ও পর্যটকদের সুবিধার্থে নারকেল কুঞ্জ ট্যুরিজম কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাথে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের সাথে মউ স্বাক্ষরও করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, সারা পৃথিবীতে আজ পর্যটন এক লাভজনক শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ভাতবর্ষও এর থেকে পিছিয়ে নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই এই রাজ্যের পর্যটনের মূল চালিকাশক্তি। এর সাথে সাথে রয়েছে ধর্মীয় ও পুরানো স্থাপত্যের মিশেলও। তিনি বলেন, ৪ কোটি ৬৬ হাজার টাকা ব্যয় করে নারকেল কুঞ্জের পরিকাঠামোর প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে। ধাপে ধাপে আরও উন্নয়ন করা হবে। ছবিমুড়াতে পানীয় জলের সমস্যা দূরীকরণ, নীরমহল এবং উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড পুনরায় চালু, উদয়পুর ও উনকোটিতে তিনতারা খচিত হোটেল নির্মাণ, উদয়পুর রেলস্টেশন থেকে মাতাবাড়ি পর্যন্ত রোপওয়ে এবং মাতাবাড়ি চত্বরে ৫১ পীছের প্রতীকী স্থাপনের উদ্যোগ সরকার নিয়েছে।

পর্যটন মন্ত্রী বলেন, স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে রাজ্য আরও ১১টি স্থাপনে পর্যটনস্থল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জ্য রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকাকজ্বারও ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত রাখতে গিয়ে পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি বলেন, স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে মোট ১১টি ব্যাটারী চালিত গাড়ি পাওয়া যাবে। বাকি ৭টি গাড়ি পর্যটকদের সুবিধার্থে রাজ্যের অন্যান্য পর্যটন স্থানগুলিতে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানের পর্যটন দপ্তরের পক্ষে অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি এবং নারকেল কুঞ্জ ট্যুরিজম কো-অপারেটিভ সোসাইটির পক্ষে সভাপতি শান্তি কিশোর চাকমা মউ স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে অতিথিবৃন্দ স্টেট মিউজিয়াম প্রাঙ্গনে পতাকা নাড়িয়ে ব্যাটারী চালিত গাড়িগুলির উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ, আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের ম্যানেজার দেবাশিষ নন্দী প্রমুখ।

অপসারিত

● প্রথম পাতার পর

দক্ষিণাঞ্চল অরিন্দম নাথকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে এবং পুলিশ সদর কার্যালয়ে তাকে নিযুক্তি দিয়েছে। এদিকে, ডিআইজি উত্তরাঞ্চল সৌমিত্র ধরকে বদলি করে দক্ষিণাঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ডিআইজি আভ্যন্তরীন এল ডারলংকে ডিআইজি উত্তরাঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সিপিএম নেতা নারায়ণ কর গ্রেপ্তার, পরে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টেবর।। সিপিএম পার্টি অফিসে বাদল চৌধুরীর দেহরক্ষীকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তণ সাংসদ নারায়ণ করকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ তাকে আদালতে তোলা হলে আদালত তাঁর শর্তাধীন অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে। সরকারী আইনজীবী জানিয়েছেন, নারায়ণ করকে আজ আদালত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছে। কিন্তু, তাকে রোজ পশ্চিম আগরতলা থানায় হাজিরা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, আদালতের অনুমতি ছাড়া রাজ্যের বাইরেও যেতে পারবেন না। এদিকে, নারায়ণ করের পক্ষের আইনজীবী বলেন, সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে তাঁর মক্কেলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর দাবি, আজ ভোর পাঁচটা নাগাদ নারায়ণ করকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেলেও সকাল নয়টায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। তাই, ওই গ্রেপ্তারও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই করেছে পুলিশ।

কদমতলায় গান্ধী সংকল্প যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। আজ উত্তর জেলার ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় গান্ধী সংকল্প যাত্রা।'মনমে বাবু' স্লোগানকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের গান্ধী সংকল্প যাত্রা।রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি থেকে শুরু হল গান্ধী সংকল্প যাত্রা।এই সংকল্প যাত্রায় শামিল হন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি টিংকু রায়,বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উত্তর জেলার সভাধিপতি ভবতোষ দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা ফিতা কেটে আজকের গান্ধী সংকল্প পদযাত্রার শুভারম্ভ করেন। পাশাপাশি গান্ধী সংকল্প পদযাত্রায় সামিল হন উপস্থিত অতিথিরা।ভারতকে স্বচ্ছ ও প্লাস্টিক মুক্ত গড়ার যে ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে গোটা রাজ্যব্যাপী শুরু হয়েছে গান্ধী সংকল্প যাত্রা।স্বচ্ছতা আনতে মহাত্মা গান্ধীর সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।সাংবাদিকরা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মাকে ৬০০ কোটি টাকার পূর্ত দপ্তরের ঘটোলার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন আইন আইনের পথে চলবে কেউ রেহাই পাবে না।পুলিশ প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর খোঁজ চালাচ্ছে পাশাপাশি আরো কিছু রাঘববোয়ালের নাম বেরিয়ে আসতে পারে।পুলিশ কেন এখন পর্যন্ত বাদল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করতে পারল না সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে উপমুখ্যমন্ত্রী জানান সেটা পুলিশের কাজ যেহেতু বিষয়টি আদালতে গড়িয়েছে, সে ক্ষেত্রে বেশি কথা না বলাই ভালো।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তাই রাইস মিলে কাজ করার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রায় ৩৫০টি ইট ভাট্টা রয়েছে। কিন্তু সেই সব প্রতিষ্ঠানে আমাদের রাজ্যের কোনও নিজস্ব আগুন মিস্ত্রি নেই। সেই ক্ষেত্রে দক্ষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যেই যাতে আগামীদিনে আগুন মিস্ত্রি তৈরি করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব।

প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীদিনগুলিতে দেশে রোজগারী মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলবে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং প্রগতির পাশাপাশি দেশের প্রব'দ্ধির হার বাড়বে। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের উন্নতির অবস্থানের কথাও তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কর্পোরেট কর কমিয়ে এনে ২৫ শতাংশ করেছে। এর ফলে ভারতের বাজারে দেশে বিদেশী পুঁজিপতিরা লগি করতে উৎসাহিত হবে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে আদায় কম হলেও এর ফলে ভবিষ্যতে ৭ থেকে ৮ লক্ষ কোটি টাকা ভারতের বাজারে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু বলেন, ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু আন্তর্জাতিক সীমানা খলে যাচ্ছে তার ফলে লজিস্টিক, হোটেল ট্যুরিজম ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে রোজগারের সুযোগ তৈরি হবে। তিনি বলেন, পর্যটনে একটা বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এইগুলিকে কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হতে হবে। বহির্রাজ্যের দক্ষ কর্মীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে দক্ষতা এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রেও বিশেষ জোর দেওয়ার উপর মুখ্যসচিব গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা স্মিতা মল এম এস।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের শংসাপত্র এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন সংস্থায় যারা নিযুক্ত হচ্ছেন তাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে অধিক সংখ্যায় যুবাদের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশে উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সংস্থাসমূহকে স্মারক উপহার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। রোজগার মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করে।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

নাবালিকার কাছে এনামুল হক জল খেতে চায়। তাকে জল দিতে ভেতরে যেতেই নাবালিকার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে এনামূল। তখন নাবালিকা মেয়েটি চিৎকার শুরু করলে তার ঠাকুমা দৌড়ে ছুটে আসেন এবং চিৎকার শুরু করেন। তাদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং এনামূলকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাকে উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন প্রতিবেশীরা।

আজ পুলিশ তাকে কৈলাসহর আদালতে সোপর্দ করলে আদালত তাকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। ওই ঘটনায় বহিরাগত ব্যবসায়ীদের বিষয়ে আর সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

চা বাগানে

● প্রথম পাতার পর

এই খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফুটে পড়েন এই দুটি চা বাগানের শ্রমিকরা। তারা চা বাগানের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে আন্দোলনে সামিল হন। শ্রমিকরা জানান তাদের ছেলে মেয়েরা বহু কষ্ট করে লেখা পড়া শিখেছে। সরকারি চাকরির সংস্থান নেই। সে কারণেই চা বাগানে শূন্য পদে নিয়োগের প্রত্যাশায় ছিল শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা। কিন্তু চা বাগান কর্তৃপক্ষ তাদেরকে নিয়োগ না করায় ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটেছে। চা বাগানের ছেলে মেয়েদের নিযুক্তি করার সু নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না পেলে তারা বাগানের কাজ কর্ম অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অচল করে দেবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন। চা বাগানে কর্মী নিয়োগ নিয়ে মালিক কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকরার মধ্যে এই বিবাদকে কেন্দ্র করে বাগানের কাজ কর্ম রীতিমতো স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্থানীয় জনগনও।

মানিকও

● প্রথম পাতার পর

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস সরকার আরএসএসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। যদিও, ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই কমিউনিস্টদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের তরফ। কারণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

এদিকে, এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার বলেন, সিপিএম দলের একশ বছর নেহাত কম নয়। এই দীর্ঘ পথ অনেক বেশী লড়াই সংগ্রামের ছিল। রক্তভেজা পথ ছিল। বহু কর্মী, নেতা, দরদী শহীদ হয়েছেন। কেউ পতাকা হাতে নিয়ে, কেউ পতাকার নীচে নিজেকে বলিদান করেছেন। কমিউনিস্টদের আন্দোলন বিপ্লবী চেতনা সর্বদাই জীবীত থাকবে। তবে, দেশের মধ্যে ফ্যাসিস্ট কায়দায় কমিউনিস্টদের দমন করার চেষ্টা হচ্ছে। তবে, এই চেষ্টা সফল হবে না বলেও মানিক সরকার দাবি করেন। এদিনের সভায় সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশও বক্তব্য রাখেন। তাছড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজন ধর সহ অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতৃত্ব।

গৌতম দাশ

● প্রথম পাতার পর

বাদল চৌধুরীকে টার্গেট করা হয়েছে। তাঁর মতে, ২০০৮ সালে পূর্ত দপ্তরের কাজে কোন ঘোটালা হয় নি। সমস্ত নিয়ম মেনেই পূর্ত দপ্তর কাজ করেছে। অথচ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় সিপিএমকে কোনঠাসা করার জন্যই মিথ্যা মামলায় বাদল চৌধুরীকে ফাঁসানো হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরা হাই কোর্টে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের প্রস্তুতি চলছে। আইনজীবীরা সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানাবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বাদল বাবু সিপিএম পার্টির কাছে সাহায্য চেয়েছেন। তাঁর পরবর্তী কি করণীয় সে বিষয়েও পরামর্শ চেয়েছেন। তবে, তিনি আত্মসমর্পনের বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেননি।

কাকড়াবনে

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গোমতি জেলা হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি।

ভোর রাতে গোমতি জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হয় রিপন সরকারের। নারী সংক্রান্ত কোন ঘটনার জেরেই এই হত্যা কাণ্ডটি সংগঠিত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । এব্যাপারে অভিযুক্তদের নামধাম উল্লেখ করে কাকড়াবন থানায় মামলা দায়ের করেছেন রিপনের মামা প্রফুল্ল সরকার। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটাকে কেন্দ্রে করে এলাকায় বর্তমানে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে।

বীরচন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় বলে জানা যায়। মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রসেনজিৎ রিয়াং এর অকাল মৃত্যুতে সমগ্র এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ছাত্রছাত্রীরা

● প্রথম পাতার পর

অনুরোধ জানান। তাদের অনুরোধে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং অফিসের তালা খুলে দেন। কিন্তু, ওই শিক্ষকের বদলির আদেশ প্রত্যাহার না করা হলে আবারো তারা আন্দোলনে নামবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন।

াঙ্গন

হারলে আরও বড় লজ্জায় পড়বে পাকিস্তান

সুনীল গাভাসকার: ভারত --- পাকিস্তানের লড়াই পুরনো। তবে পাকিস্তান—বাংলাদেশের লড়াইয়ে অনেক বেশি মশলা থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা হয় না, কারণ দু'দেশের প্রচারমাধ্যমই ধরে নেয় বাংলাদেশ পারবে না। অথচ চলতি বিশ্বকাপে এবং গত দু'বছরে বাংলাদেশ যেভাবে খেলছে, তাতে ধারণা বদলাচ্ছে। এক সময় বাংলাদেশের প্লেয়াররা ম্যাচ শুরুর আগে বিপক্ষের ক্রিকেটারদের সই নিত। সেই বাংলাদেশ আর এই বাংলাদেশ এক নয়। এখন বাংলাদেশ শেষ ওভার, শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করে। আগের মতো ক্যাচ পড়লে, কিংবা সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধে গেলে, ওরা আর ভাবে না সবাই বাংলাদেশকে টার্গেট করেছে। সবাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। আসলে এখনকার বাংলাদেশ দল বর্তমান নিয়ে ভাবে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে সবচেয়ে ভাল যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা হল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। হ্যাঁ এই লিগে এমন কিছু খারাপ ঘটনা ঘটেছে, যা ভুলে যাওয়াই ভাল। সে তো আইপিএলেও ঘটেছে। কিন্তু বিপিএলের সময় বাংলাদেশের প্লেয়াররা সুযোগ পেয়েছে অন্যান্য দেশের আন্তর্জাতিক প্লেয়ারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুমে সময় কাটানোর। সেই সঙ্গে তাদের মানসিকতা, প্রস্তুতির ধরন, চাপের মুখে কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে হয় এসব সম্পর্কেও আভাস পেয়েছে। এই সব কিছু থেকেই বাংলাদেশের প্লেয়াররা শিক্ষা নিয়েছে। ফলে আগের থেকে ওদের রেজাল্ট ভাল হচ্ছে। বাংলাদেশের প্লেয়াররা এখন বুঝে গেছে, ক্রিকেট মানে শুধু প্রতিভা নয়। মানসিকতাও। আর এই ব্যাপারটা সাকিব আল হাসান আর মুশফিকুর রহিমের থেকে বেশি ভাল করে আর কেউ প্রমাণও করেনি। মুশকিফুর যেমন ভাল উইকেটকিপার, তেমনই আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান। চলতি বিশ্বকাপে সাকিব তো ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি ধারাবাহিক। পাশাপাশি বল হাতেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট তুলে নিচ্ছে। তবে ফিল্ডিংয়ে এখনও পিছিয়ে বাংলাদেশ। অন্য দলের তুলনায় ওদের দলে এমন অনেক ফিল্ডার আছে, যাদের লুকিয়ে রাখতে পারলে বেঁচে যায় বাংলাদেশ অধিনায়ক। ফিল্ডিংয়ের সমস্যাটা সত্যিই ওদের ভোগাচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তান জানে ওদের পক্ষে সেমিফাইনালে পৌঁছনো এককথায় অসম্ভব। তবে টুর্নামেন্টের শেষটা ওরা ঠিকভাবে করতে চাইবে। আসলে এই ম্যাচটা ওরা কোনওমতেই হারতে চাইবে না। হারলে আরও বড় লজ্জায় পড়বে। তাই বোঝাই যাচ্ছে, বড় ব্যবধানে বাংলাদেশকে উড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে পাকিস্তান। কিন্তু মুশকিল হল বিশ্বরেকর্ড করে যদি ম্যাচটা জেতে, তা হলেও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে পরাজয় এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রান তাড়া করার ব্যাপারে নিষ্প্রভ মনোভাবই এর জন্য দায়ী। সব অর্থেই শুক্রবার মরা

টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ জেতার পর হল কিছু এমন, অশ্বিন ট্রোল করলেন রাহানেকে, পেলেন এই জবাব

ভারত ওয়েস্টইন্ডিজকে তাদের দেশে হারিয়ে টেস্ট সিরিজ জিতে নিয়েছে। বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল প্রথম ম্যাচ ৩১৮ রানে আর দ্বিতীয় ম্যাচ ২৫৭ রানে জিতে নেয়। ভারতের এই জয়ে দলের সহঅধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যান ছিলেন।অজিঙ্ক রাহানে করলেন টুইট সিরিজ শুরু হওয়ার আগে রাহানের প্লেয়িং ইলেভেনে থাকা নিয়ে প্রশ্ন ছিল কিন্তু তিনি দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন। ভারতের সিরিজ জয়ের পর সহঅধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে সোশ্যাল মিডিয়ায় টুইট করেন। তিনি লেখেন,'দলের জয়ে যোগদান দেওয়ার চেয়ে ভাল আর কিছু নেই। সিরিজ জেতায় যথেষ্ট খুশি'।তার এই পোস্টে ভারতীয় দলের অফ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন কমেন্ট করেন। অশ্বিনকে এই সিরিজের একটিও ম্যাচে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তিনি কমেন্টে লেখেন,বিচন্দ্রন সহ্বিনের কমেন্টের পর অজিঙ্ক রাহানে ১০ মিনিটে দেখা করার কথা বলেন। এরপর দুজনে এক সঙ্গে কফি খাওয়ার ছবিও শেয়ার করেন।রবিচন্দ্রন অশ্বিন ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ শেষ হওয়ার পর ভারতে ফিরে আসবেন না। তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলবেন। তিনি সেখানে ন্যাটিংহ্যাম দলের হয়ে খেলবেন। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরোয়া টেস্ট সিরিজে তিনি খেলতে পারেন। অজিঙ্ক রাহানেও বিশ্বকাপ চলাকালীন কাউন্টি ক্রিকেট খেলেছিলেন। কিন্তু ওয়েস্টইন্ডিজ সফরের পর তিনি ভারতে ফিরে আসবেন। ভারতীয় দলকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ খেলতে হবে কিন্তু তিনি ওই দলে জায়গা পাননি।

শচীনের ২৭ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন এক আফগান তরুণ

আজকাল ওয়েবডেস্ক: শচীন তেন্ডুলকারের ২৭ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন আফগান তরুণ ইকরাম আলি। বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৮ বছরের তরুণ ইকরাম ৯২ বলে ৮৬ রান করেন। দলকে জেতাতে না পারলেও ভেঙে দিলেন শচীনের রেকর্ড। ১৯৯২ বিশ্বকাপের সময় শচীনের বয়স ছিল ১৮। ওটাই ছিল শচীনের প্রথম বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে শচীন একটি ম্যাচে ৮৪ করেছিলেন। ১৮ বছরের কোনও ক্রিকেটারের সেটাই ছিল বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান। যা বৃহস্পতিবার ভেঙে দিলেন আফগান তরুণ।

আপ্লুত ইকরাম বলেছেন, 'শচীনের মতো কিংবদন্তির রেকর্ড ভাঙতে পেরে ভাল লাগছে। দারুণ খুশি হচ্ছে।' তবে শচীন নন, ইকরামের পছন্দের ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা। ইকরামের মতে, 'সাঙ্গাকারার মতো ব্যাটিং করার চেষ্টা করি। ক্রমাগত স্ট্রাইক বদল করতে পারত সাঙ্গাকারা। প্রয়োজনের সময় বাউন্ডারি মারত। সাঙ্গাকারার এই গুণগুলি নকল করার চেষ্টা করি।' বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি আফগানিস্তান। তবে ইকরামের ইনিংস মন ছুঁয়ে গেছে সবার। তিনি একাই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দলের বাকি ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হওয়ায় দলের তরুণ উইকেটরক্ষকের প্রচেষ্টা জলে গেল।

দু'বছর বিশ্রাম পেলে পরের বিশ্বকাপটাও খেলে দিতে পারি: গেল

আজকাল ওয়েবডেস্ক: শেষ বিশ্বকাপ খেলে ফেললেন ক্রিস গেল। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানকে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে গেল রান পাননি। মাত্র ৭ রান করে ফিরে যান। পাঁচটি বিশ্বকাপ খেলে ফেললেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি। ম্যাচ শেষে তিনি বললেন, 'এই দলটা বেশ ভাল। সবাই মিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি হয়ত আর কয়েকটা ম্যাচ খেলব। তারপর তরুণদের জায়গা ছেড়ে দেব। এবারের বিশ্বকাপটা ভাল গেল না।' এরপরই মজা করে গেল বললেন, 'এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড যদি আমাকে দু'বছরের বিশ্রাম দেয়। তাহলে পরের বিশ্বকাপেও খেলতে পারি।' এরপরই আসল সত্যিটা বলে দিলেন, 'শেষ বিশ্বকাপটা খেলে ফেললাম।' বিশ্বকাপে ৩৪ ইনিংসে ১১৮৬ রান করেছেন গেল। স্ট্রাইক রেট ৯০.৫৩। গড় ৩৫.৯৩। রয়েছে দুটি শতরান। পাঁচ বিশ্বকাপে মেরেছেন ৪৯ ছয়। সর্বোচ্চ ২১৫। বল হাতে ১৬ উইকেটও নিয়েছেন। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের অংশ হতে পেরে আপ্লুত গেল। তবে বিশ্বকাপ না জেতার আক্ষেপ রয়ে গেছে। গেল বলছিলেন, 'এটা আমার কাছে বিরাট সম্মানের। তবে বিশ্বকাপ না জেতার আক্ষেপ থেকে যাবে। অবশ্য বিশ্বকাপ উপভোগ করেছি।' ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজটা খেলবেন গেল। বলে গেলেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ এবং একদিনের সিরিজটা খেলব। তারপর ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ, কানাডিয়ান টি২০ লিগেও অংশ নেব।' ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে তাঁর উত্তরসুরী হিসেবে আন্দ্রে রাসেল, নিকোলাস পুরান, হেটমেয়ারদের নাম করে গেলেন গেল।

বাংলাদেশকে ৩১৬ টার্গেট দিল পাকিস্তান

লন্ডন: প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরেও সরফরাজদের মধ্যে ১৯৯২-এর ছায়া দেখছিল পাক সমর্থকরা। লিগে প্রথম ছ''ম্যাচ পর্যন্ত ইমরানের খানে দলের মতো এগোচ্ছিল এবারের পাকিস্তান। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে ততই ফিকে হয়েছে সরফরাজদের বিশ্বকাপ ভাগ্য। লিগের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে ৩১৫ রান তোলে পাকিস্তান। অর্থাত সেমিফাইনালে যেতে হলে বাংলাদেশকে ৮ বা তার কম ওভারের মধ্যে অল-আউট করতে হবে পাক বোলারদের।শুক্রবার ক্রিকেট মক্কায় লিগের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামার আগেই সেমিফাইনালের দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু খাতায় কমলে একটা ক্ষীণ আশা ছিল সরফরাজদের। সেটা নির্ভর করছে নেট রানরেটের জটিল অঙ্কের উপরে। তবে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ম্যাচের টস। কারণ ম্যাচের শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে টিকে থাকতে সবার আগে পাকিস্তানের দরকার টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়া। টস হারলে (প্রথমে ব্যাটিং না করলে) সরফরাজদের বিশ্বকাপ অভিযান ম্যাচ শুরুর আগেই শেষ হয়ে যাবে। কারণ রান তাড়া করে ইনিংসের প্রথম ওভারে ম্যাচ জিতলেও নেট রানরেটে নিউজিল্যান্ডকে টপকানো সম্ভব নয় পাকিস্তানের।এই অবস্থায় লর্ডসে মহা গুরুত্বপূর্ণ টস জিতে লাইফলাইন পায় পাকিস্তান। বলাবাহুল্য টস জিতে পাক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন।পাকিস্তানের সামনে ব্যাটিং ছাড়া উপায় ছিল না। এই অবস্থায় প্রেজেন্টার মাইক আর্থারটন যখন সরফরাজের কাছে জানতে চান তিনি টস জিতে কী করতে ইচ্ছুক, তখন হেসে ফেলেন সরফরাজও। পাক সমর্থকরা আপাতত স্বস্তিন নিঃশ্বাস ফেলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফি মোর্তাজার কথা শুনে। মাশরাফি স্পষ্ট জানান যে, তিনি টস জিতলে প্রথমে ব্যাটিং নিতেন।সরফরাজ বলেন, ''ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারটা অত্যন্ত হতাশার। না হলে বাকি টুর্নামেন্টে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। ক্ষীণ একটা সুযোগ রয়েছে। তার জন্য আমার প্রচুর রান করতে হবে। বড় ব্যবধানে জিততে হবে। সেমিফাইনালের দরজা খুলক না খুলুক, আমরা জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে চাই।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে গাড়ির ধাক্কা, মৃত্যু জাতীয় স্তরের ৪ হকি খেলোয়াড়ের

খেলতে যাওয়ার পথে গাড়ি দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল জাতীয় স্তরের চার হকি খেলোয়াড়ের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদে। প্রত্যেকেই ভোপালের মধ্যপ্রদেশ স্পোর্টস অ্যাকাডেমির খেলোয়াড় ছিলেন। আহত আরও তিন খেলোয়াড়। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। প্রত্যেকের অবস্থাই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাঁদের মধ্যে দুজন মধ্যপ্রদেশ স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত।সোমবার ওই খেলোয়াড়রা ধ্যানচাঁদ ট্রফির একটি ম্যাচ খেলতে ইতারসি থেকে হোসাঙ্গাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময়েই রাইসলপুর গ্রামের কাছে ৬৯ নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার ধার দিয়ে নেমে একটি গাছে ধাক্কা মারে। দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন ইন্দোরের শাহনওয়াজ খান, ইতারসির আদর্শ হারদুয়া, জব্বলপুরের আশিস লাল ও গোয়ালিওরের বাসিন্দা অনিকেত। প্রত্যেকেই ভোপালের মধ্যপ্রদেশ স্পোর্টস অ্যাকাডেমির খেলোয়াড় ছিলেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন মোট তিনজন। তাঁদের মধ্যে দুজন মধ্যপ্রদেশ স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত।মধ্যপ্রদেশের স্পোর্টস ডিরেক্টর এসএল থাওসেন বলেন, ''আদর্শ হারদুয়া নামে এক খেলোয়াড়ের জন্মদিন ছিল। তাই তাঁর বাবা-মায়ের অনুরোধেই ইতারসিতে যাওয়ার অনুমতি দেন কোচ। রাতে যাতে গাড়ি চালিয়ে ১৮ কিলোমিটার রাস্তা না যায়, তা বলেন কোচ। সেই মতো ভোরবেলাতেই ইতারসি যাওয়ার জন্য ওই খেলোয়াড়রা বেরোয়। কিন্তু যাওয়ার পথে হোসাঙ্গাবাদে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল।'' হোসাঙ্গানাবাদের পুলিশ সুপার এম এল ছারি বলেন,''গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। দুর্ঘটনার সময় গাড়ির গতি ছিল অত্যন্ত বেশি। গাড়িচালকের গাফিলতিতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।''

রুপো পেয়েও হতাশ নন মঞ্জু

অবিশ্বাস্য এক স্বপ্নকে সত্যি করার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। জীবনের প্রথম বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে নেমেই সোনা জয়। কিন্তু ফাইনালে এসে থেমে যেতে হল ভারতীয় তরুণীকে। রবিবার মেয়েদের লাইট ফ্লাইওয়েট (৪৮ কেজি) বিভাগের ফাইনালে মঞ্জু রানি ১-৪ ফলে হেরে গেলেন দ্বিতীয় বাছাই, রাশিয়ার একাতেরিনা পালতসেভার কাছে। ফলে এ বারের মতো রুপো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে।আগামী শনিবার কুড়ি বছরে পা দেবেন মঞ্জু। ফাইনালে রুপো পাওয়ার পরে সংবাদসংস্থাকে রাশিয়া থেকে ফোনে মঞ্জু বলেছেন, ''জন্মদিনের আগাম উপহার পেলাম। শনিবার কুড়ি বছর হচ্ছে আমার।'' রোহতকের অখ্যাত এক গ্রাম, রিথালে বেড়ে ওঠা মঞ্জুর। ২০১০ সালে বাবাকে হারিয়েছিলেন। মঞ্জু বলছিলেন, ''আমি প্রথমে কবাডি খেলতাম। কিন্তু ওখানে চ্যাম্পিয়ন হলেও ট্রফি দলের সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হত। তাই বক্সিং আমাকে আকৃষ্ট করে। জানতাম, এখানে ভাল কিছু করতে পারলে পুরো কৃতিত্বটাই আমার হবে। পদক, সম্মান, যা কিছু অর্জন করব, কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে না।'মঞ্জু বলছিলেন, ''আমি প্রথমে কবাডি খেলতাম। কিন্তু ওখানে চ্যাম্পিয়ন হলেও ট্রফি দলের সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হত। তাই বক্সিং আমাকে আকৃষ্ট করে। জানতাম, এখানে ভাল কিছু করতে পারলে পুরো কৃতিত্বটাই আমার হবে। পদক, সম্মান, যা কিছু অর্জন করব, কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে না।''মেয়েদের বিশ্ব বক্সিংয়ে ভারতীয়দের মধ্যে ফাইনালে উঠেছিলেন একমাত্র মঞ্জু। মেরি কম (৫১ কেজি), যমুনা বোড়ো (৫৪ কেজি) এবং লভলিনা বর্গোহাইঁ, (৬৯ কেজি), তিন জনই ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। ফাইনালে মঞ্জু এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বিশেষ ফারাক ছিল না। প্রথম রাউন্ডে দু'জনেই আগ্রাসী ছিলেন। কিন্তু রুশ প্রতিদ্বন্দ্বীর লেফট হুক কিছুটা সমস্যায় ফেলে দেয় মঞ্জুকে। দ্বিতীয় রাউন্ডে অবশ্য ভারতীয় বক্সার ফিরে আসেন বেশ কয়েকটা নিখুঁত ঘুসি মেরে। তৃতীয় রাউন্ডে দুই বক্সারই সতর্ক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিচারকদের রায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান একাতেরিনা। যদিও এই রায়ে খুব খুশি দেখায়নি ভারতীয় দলকে।

চলতি বছরেই জাতীয় শিবিরে যোগ দেওয়ার পরে চমকপ্রদ উত্থান হয়েছে মঞ্জুর। নিজের এই সাফল্যের জন্য মাকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন এই বক্সার। বলেছেন, ''মা সব সময় আমার পাশে ছিলেন। আমি বক্সিংকে বেছে নেওয়ার পরে সব রকম সাহায্য পেয়েছি মায়ের কাছ থেকে।'' বিজেন্দ্র সিংহ এবং মেরি কম যে তাঁর আদর্শ, সেটা আগেও বলেছিলেন মঞ্জু। ফাইনালের পরে আবার সে প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, ''বিজেন্দ্র ভাইয়া এবং মেরি দিদি অনেকের কাছে প্রেরণা। আমিও সেই দলে পড়ি। ওরা কোন উচ্চতায় পৌঁছেছে, তা দেখার পরে পরিশ্রম করার ইচ্ছে আরও বেড়ে যায়।'' বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অবশ্য তাঁর আদর্শ মেরি কমকে এক ধাপ পিছনে ফেলে দিয়েছেন মঞ্জু। হরিয়ানার এই তরুণী মনে করেন, তাঁর বক্সার হয়ে ওঠার পিছনে কাকা সাহাব সিংহেরও প্রচুর অবদান রয়েছে। মঞ্জুর মন্তব্য, ''মজার ব্যাপার হল, আমার কাকা বক্সিংয়ের ব্যাপারে সে রকম কিছু জানত না। আমাকে শেখানোর জন্য কাকা নিজে অনেক কিছু শিখেছে। তার পর এসে আমাকে শিখিয়েছে।'' কয়েক মাস আগে ইউরোপের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় রুপো জেতার পরে আসে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের সেরা সম্মান। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো। মঞ্জু অবশ্য এখানেই থেমে যেতে চান না। তাঁর লক্ষ্য আরও দূরে।

সর্বাধিক পদক জিতে নজির দুরন্ত বাইলসের

এই মুহূর্তটারই অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর ভক্তরা। স্টুটগার্টে জিমন্যাস্টিক্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যালেন্স বিম ইভেন্টের স্কোর ঘোষণা করার পরেই লাফিয়ে উঠলেন নিজের জায়গা ছেড়ে সিমোন বাইলস। হাতটা ছুড়ে দিলেন শূন্যে। চওড়া হাসিতে ভরা মুখ। হবে নাই বা কেন! এই জয়ে মার্কিন তারকা যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক পদক জয়ের দুরন্ত রেকর্ড গড়লেন। ভেঙে দিলেন বেলারুশের পুরুষ জিমন্যাস্ট ভিতালি সোশেরবোর ২৩ পদক জয়ের নজির। সিমোন অবশ্য ২৩ নম্বর পদকেই থেমে থাকেননি। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই ২৫ নম্বর পদকও জিতে নেন ফ্লোর এক্সারসাইজে সোনা জিতে।বিমে নিখুঁত পারফরম্যান্সে ১৫.০৬৬ স্কোর করার পরে ফ্লোর এক্সারসাইজেও ১৫.১৩৩ স্কোর করেন তিনি। পুরো এক পয়েন্টে পিছিয়ে দেন প্রতিদ্বন্দ্বীদের। যদিও তাঁর পা এক বার নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং পারফরম্যান্সের পরে তিনি দর্শকদের দিকে চুম্বনও ছুড়ে দেন। তাঁর সতীর্থ যুক্তরাষ্ট্রের সানিসা লি পান রুপো এবং ব্রোঞ্জ জেতেন রাশিয়ার অ্যাঞ্জেলিনা মেলনিকোভা।

সব মিলিয়ে চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচটি সোনা জিতলেন সিমোন। মঙ্গলবার দলগত ভাবে সোনা জেতার পরে ব্যক্তিগত অল রাউন্ডে সোনা পান বৃহস্পতিবার এবং ভল্টে সোনা পান শনিবার। আনইভেন বার ইভেন্টে পঞ্চম স্থান পাওয়ায় গত বারের মতো ছটি ইভেন্টেই পদক জেতা হল না এ বার সিমোনের। যেটা তাঁর খেলোয়াড়জীবনের শেষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ কি না প্রশ্ন থাকছে। কারণ, তিনি আগামী বছর অলিম্পিক্সের পরেও খেলোয়াড়জীবন চালিয়ে যাবেন কি না সেটা এখনও জানাননি। সব মিলিয়ে তাঁর ২৫টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবের মধ্যে ১৯টি সোনা। সোশেরবোর সেখানে ২৩টি পদকের ১২টি সোনা।এর আগে রাশিয়ার নিকিতা নাগরনি পুরুষদের ভল্টে সোনা জেতেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এই নিয়ে তাঁর তৃতীয় সোনা। ২০১০ সালের পরে তিনি প্রথম ইউরোপীয় পুরুষ হিসেবে ভল্টে সোনা জিতলেন। দুটি ভল্টের পরে তাঁর স্কোর দাঁড়ায় ১৪.৯৬৬। রুপো পান তাঁর সতীর্থ আর্তুর ডালালোইয়ান। ব্রোঞ্জ জেতে ইউক্রেনের ইগর রাদিভিলভ।

ডাচ ওপেন খেতাব লক্ষ্য সেনের

এক গেম পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাচ ওপেন সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন ভারতের লক্ষ্য সেন। রবিবার ফাইনালে তিনি ১৫-২১, ২১-১৪, ২১-১৫-এ হারান বিশ্বের ১৬০ নম্বর জাপানের ইউসুকা ওনোদেরা-কে। যে পারফরম্যান্সে ১৮ বছর বয়সি লক্ষ্য প্রথম বার জিতলেন বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার (বিডব্লিউএফ) ওয়ার্ল্ড টুর খেতাব। বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে ১৬০ নম্বরে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে ৬৩ মিনিট লড়াই করতে হয় উত্তরাখণ্ডের ছেলেকে। প্রথম গেমেই অবশ্য দ্রুত পিছিয়ে পড়েছিলেন লক্ষ্য। বেশ কয়েক বার প্রতিপক্ষের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমানোর মরিয়া চেষ্টাও করেন। কখনও ১০-১১, আবার কখনও ১৩-১৪ নিয়ে গিয়েছিলেন পয়েন্ট। তবুও তাঁর জাপানি প্রতিপক্ষ চাপ বজায় রেখেছিলেন ভারতীয় তারকার উপরে। শেষ পর্যন্ত প্রথম গেমও দখল করে নেন ইউসুকা। দ্বিতীয় গেমেও শুরু থেকেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে। এক সময় লক্ষ্য ৮-৫ এগিয়ে যান। এ বার তাঁর জাপানি প্রতিপক্ষ ব্যবধান কমানোর প্রবল চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এক সময় ১১-১২ করে ফেলেন তিনি। এর পরেই লক্ষ্য টানা পয়েন্ট তুলে নিয়ে ১৮-১১ এগিয়ে যান এবং দ্বিতীয় গেম জিতে সমতা ফেরান। তৃতীয় গেমে লক্ষ্য পাল্টা চাপে ফেলে দেন প্রতিপক্ষকে দ্রুত পয়েন্ট তুলে নিয়ে। এক সময় ৯-৪ করে ফেলেন। বিরতির সময় লক্ষ্য এগিয়ে ছিলেন ১১-৮। বিরতির পরেও লক্ষ্য জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে চাপ বজায় রেখে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় গেম ও ম্যাচ দখল করে নেন।বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে ৭২ নম্বরে থাকা লক্ষ্য গত মাসে বেলজিয়ান ওপেন খেতাব জিতেছেন। চলতি মরসুমে পোলিশ ওপেনের ফাইনালেও উঠেছিলেন। গত বছরে তিনি এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ, যুব অলিম্পিক্সে রুপো এবং বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

অভিজিতের নোবেল জয়ে বাঙালি হিসাবে গর্বিত : সৌরভ

বাঙালির নোবেল জয় নিয়ে আর এক বাঙালির প্রশংসার বন্যা। সদ্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব নেওয়ার পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, আমি জানি না বাঙালি হিসাবে সিএবির প্রেসিডেন্ট হওয়াটা কতটা কৃতিত্বের। তবে বাঙালি হয়ে নোবেল পুরস্কার জেতাটা এক বিশাল কৃতিত্বের। নোবেল প্রাইজ অনেক বড় ব্যাপার, অনেক বড় কৃতিত্বের। তার সঙ্গে কোনও কিছুরই তুলনা চলে না। ইটস আ হিউজ থিং। অভিজিতবাবুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাঙালি হিসাবে আমি তাঁর জন্য গর্বিত। অমর্ত্য সেনের পর তিনি নোবেল পাচ্ছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনার জন্য গর্বিত।

১০০ সন্তানের দায়িত্ব নেবে গম্ভীর ফাউন্ডেশন

নয়াদিল্লি: শহিদ জওয়ানদের ১০০ জন সন্তানের দায়িত্ব নেবে তাঁর ফাউন্ডেশন, ট্যুইট করে এ কথা জানিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা অধুনা বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর। নয়াদিল্লির গৌতম গম্ভীর ফাউন্ডেশন একটি দাতব্য সংস্থা। এই সংস্থা শহিদ জওয়ানদের সন্তানদের পাশে দাঁড়ায় ।রবিবার ট্যুইট করে গম্ভীর বলেছেন, ''এইসব দেবদূতদের মুখে হাসি ফোটানো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। অভিনন্দন জিজি ফাউন্ডেশন! একথা জানাতে গর্ব বোধ করছি যে, আমরা শহিদ জওয়ার ১০০ জন সন্তানের দায়িত্ব নেব। ওদের বাবারা দেশের জন্য জীবন বলিদান দিয়েছেন এবং আমরা তাঁদের প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ, এবার তা দেখানোর পালা আমাদের''।

বীরেন্দ্র শেহবাগের কোন কাজে সোশ্যাল মিডিয়ায় এত শোরগোল !

ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহবাগের স্কুলে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ নিচ্ছে পুলওয়ামা হামলায় শহিদ হওয়া দুই ভারতীয় জওয়ানের পুত্র। সেই দুই শিশুর নেট প্র্যাকটিসের ছবি টুইটারে পোস্ট করেছেন বীরু। তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ওপেনারের নামে ধন্যি ধন্যি রব তুলেছেন নেটিজেনরা।চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গিদের আত্মঘাতী হামলায় ভারতের ৪০ জন নিরাপত্তারক্ষী শহিদ হন। সেই নাশকতা এবং এর বদলা স্বরূপ পাকিস্তানের বালাকোটে ভারতীয় বিমান বাহিনীর হামলা নিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে তরজা চলছেই।

তারই মধ্যে পুলওয়ামা হামলায় শহিদ হওয়া দুই ভারতীয় জওয়ানের পুত্রকে তাঁর স্কুলে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন দেখে বীরেন্দ্র শেহবাগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন নেটিজেনরা।নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে পুলওয়ামা হামলায় শহিদ হওয়া দুই ভারতীয় জওয়ানের পুত্রের প্র্যাকটিসের ছবি পোস্ট করেছেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। তাদের মধ্যে এক জনকে নেটে ব্যাট করতে দেখা যাচ্ছে এবং অন্য জন বোলার।

ব্যাটসম্যান অর্পিত সিং ও বোলার রাহুল সোরেং-র বাবার নাম যথাক্রমে শহিদ রাম ভাকিল ও বিজয় সোরেং বলে জানিয়েছেন বীরু। খেলা ছাড়া অন্যান্য অবতারেও ক্যামেরার সামনে ধরা দিয়েছে পুলওয়ামা হামলায় শহিদ হওয়া দুই জওয়ানের পুত্র।ওই ছবির ওপর শেহবাগ লিখেছেন, ''সন অফ হিরোজ''। ওই দুই শিশুকে নিজের স্কুলে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দিতে পেরে তিনি ধন্য বলেও লিখেছেন বীরু। পাল্টা টুইটে শেহবাগকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নেটিজেনরা।

CORRIGENDUM

Due to unavoidable circumstances the last date of Document downloading , Bid Submission end date and date of bid opening has been extended upto 3.00 PM on 24-10-2019 in place of 18-10-2019 of this office press notice inviting e-tender No:- 13/NIT/EE/PWD/ AMP/2019-20 Dated, 27-09-2019, circulated vide Memo NoF.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP/ 5632-704, dated, 27-09-2019, published in the e-procurement System of Government of Tripura. <https://tripuratenders.gov.in/nicgep/app>.

All other terms & conditions will remain unchanged.

ICA/C-1345/19

Executie Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur Gomati Tripura

B.Ed. এবং D.El.Ed. কোর্সে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের কলেজে রওয়ানা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে জানানো যাচ্ছে, যে সকল সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী B.Ed. এবং D.El.Ed. কোর্স-২০১৯ইং সালে ভর্ত্তির জন্য নির্বাচিত হয়ে নির্দিষ্ট কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে তাদের সকলের অবগতির জন্য কলেজে রওয়ানা দেওয়ার তারিখ নিম্নে দেওয়া হল :

Sl No.	Name of Institution	Nos of Students	Departure date & Place	Departure time
1.	Netaji Subash Chandra Bose P.T.T.I., Ransagar, Muirshidabad	43 Nos.	28th October, 2019 INDIGO Agartala Airport	Reporting time - 7.30 A.M.Departure time- 10.15 A.M
2.	Jakir Hossain B.Ed. College, Maipur, Murshidabad	49 Nos.	29th October, 2019 Humsafar Express Ägartala(Badharghat) Rail Station	Reporting time - 4.30 A.M. Departure time- 5.15 A.M
3.	Kharagpur Tribal B.Ed. Training College, Paschim Medinipur	B.Ed-45 Nos. D.El.Ed-77 Nos. Total - 122 Nos	4th Nov, 2019 INDIGO, Agartala Airport	Reporting time - 9.30 A.M Departure time- 12.15 P.M
4.	Aryan Education and Research Institute Murshidabad	63 Nos.	7th Nov, 2019 AIR ASIA, Agartala Airport	Reporting time - 6.30 A.M. Departure time - 9.10 A.M.

উপরিউক্ত তারিখ, সময় ও স্থান অনুযায়ী সকল ছাত্র-ছাত্রীকে উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(আশুদেব দাস)
অধিকর্তা, সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-1120/2019-20

শোণিতপুরের জিয়াভরালি নদীতে নৌকা দুর্ঘটনা নিখোঁজ এক ব্যক্তি

তেজপুর (অসম), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : শোণিতপুর জেলায় জিয়াভরালি নদীতে এক ভয়ংকর নৌকা দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি জলে তলিয়ে গেছেন। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে সংঘটিত হয়েছে বিহিয়াগাঁও চাপরি এলাকায় জিষাভরালি নদীতে। এ ঘটনায় প্রায় সবাইকে উদ্ধার করা হলেও তাজ উদ্দিন ওরফে তাইজত আলি নামের এক ব্যক্তি জলে হারিয়ে গেছেন। তাকে উদ্ধারে অভিযান চালিয়েছে এসডিআরএফ।

এদিকে অসমর্থিত সূত্রের দাবি, নৌকাডুবিতে চারটি শিশু জলে তলিয়ে গেছে। তবে তাঁদের কাছে এ ধরনের কোনও খবর নেই বলে পুলিশ এ খবরের সত্যতা অস্বীকার করেছে।

জানা গেছে, বিহিয়াগাঁও চাপরি ঘাট থেকে তেজপুরের পাঁচ মাইল এলাকায় সাপ্তাহিক হাটে আসছিল যন্ত্রচালিত নৌকাটি। ঘাট থেকে রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রায় মধ্য নদীতে গিয়ে যন্ত্রচালিত নৌকাটি এলোপাতাড়ি দুলতে থাকে। হাটের পণ্য বোঝাই নৌকায় ছিলেন শিশু, মহিলা-সহ ৫০-এর বেশী যাত্রী। ছিল ছয়টি মটর বাইক, কয়েকটি গরুও। মাঝ নদীর কাছে গিয়ে নৌকাটি দুলতে থাকলে তার সব যাত্রী ও পশু জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকেন।

তবে কয়েকজন সাঁতরে পারে উঠতে সক্ষম হলেও বহু জলে হাবুডুবু খেতে থাকেন। ইত্যবসরে ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তেজপুর থেকে এসডিআরএফ-এর উদ্ধারকারী দলকে নিয়ে ছুটে যান প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের বিশাল দল। এসডিআরএফ দুই মহিলা-সহ দুর্ঘটনাগ্রস্ত সবাইকে উদ্ধার করেছে। তবে বেশিরভাগই কোনও না-কোনওভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে নদীতে নিখোঁজ তাজ উদ্দিন এবং মটর সাইকেলগুলিকে উদ্ধার করতে অভিযান চালিয়েছে এসডিআরএফ বাহিনী।

উল্লেখ্য, জিয়াভরালির নদীতে সংঘটিত দুর্ঘটনাস্থলে গত দু দশক আগে কেন্দ্রীয় সরকার একটি সেতু নির্মাণের জন্য অনুমোদন জানিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন এলাকার নিত্যযাত্রীরা।

সামনেই দেওয়ালি। তাই এখন থেকে চলছে মৃত শিল্পীদের কর্মব্যস্ততা। ছবি- নিজস্ব।

কাশ্মীর দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়, তার আন্তর্জাতিকরণ অনুচিত : রাজনাথ

চণ্ডীগড়, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। কাশ্মীর দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে যাওয়া উচিত নয় কংগ্রেসের বলে জানিয়েছেন তিনি।এদিন হরিয়ানার ভিবানীর খরকে বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, কাশ্মীরে মানবাধিকার জনগণের কাছ থেকে হরণ করা হয়েছিল। ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করে তা রোখা গিয়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে নষ্ট না করে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করে দেশের একতা ও অখণ্ডতা আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাফাল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এদিনের জনসভায় তিনি বলেন, দেশের রক্ষার জন্য রাফাল একান্ত জরুরি। কিন্তু তা কেনার জন্য ১৬ বছর পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কংগ্রেস। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এসে কয়েক দিনের মধ্যেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাফাল যদি আগে ভারতের হাতে থাকত তবে বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইক করার জন্য পাকিস্তানে যাওয়ার দরকার পড়ত না। এখন ভারতের শক্তি বাড়ছে তাই পাকিস্তানের চোখ তুলে তাকানোর সাহস হচ্ছে না। দেশের আর্থিক মন্দা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, গোটা বিশ্বজুড়েই আর্থিক মন্দা চলছে কিন্তু তার প্রভাব দেশে পড়ছে না।

দেশের উপর কু-নজর দিলে, তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

মুম্বই, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : দেশের উপর কু-নজর দিলে, তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। এজন্য দেশের সেনাবাহিনীকে আধুনিকভাবে সশক্তিকরণ করার কাজ করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাফ জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের সাতারায় নির্বাচনী জনসভায় নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। জনসভায় তিনি আরও বলেন, দেশের মঙ্গল কামনায় যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আগে নেওয়া উচিত ছিল, তা তৎকালীন ইউপিএ সরকার সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। দেশের উন্নতির সঙ্গে মহারাষ্ট্রের উন্নয়ন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আর মহারাষ্ট্রের এই উন্নয়নের গতি বজায় রাখার জন্য বিজেপি জোটকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা অবশ্যই প্রয়োজন। এদিন সাতারার এই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, দেশের একতা এবং দেশের মঙ্গলের জন্য একটি নির্ণয়ক সরকার থাকলে দ্রুতগতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এর আগের সরকাররা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। বর্তমানে বিরোধীরা দেশের মঙ্গলকর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সব সময় বিরোধিতা করে চলেছে। কংগ্রেস দেশের বীর সেনা জওয়ান, ৩৭০ ধারা এবং রাফেল-এর মত ইস্যুতে আগে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এখন তারা বিরোধিতা করে বলে আমার খুব কষ্ট হয়। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস এবং শরদ পাওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি জোট সাধারণ মানুষের ভাবনা কখনও ভেবে উঠতে পারেনি। এর জবাব দেশবাসী গত নির্বাচনে বুঝিয়ে দিয়েছেন। হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে এর আরও কড়া জবাব তারা পেয়ে যাবে। যারা জোট বেঁধেও আসন সমঝোতা নিয়ে বিবাদ করেছিল, তারা দেশের মঙ্গলজনক চিন্তাভাবনা করতে পারবে কি বলে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, নব্বইয়ের দশকে তৎকালীন কংগ্রেস জোট তৈরি করে দেশের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু যোজনা শুরু করেছিল। পরে কংগ্রেস এবং এনসিপি জোট সরকার আসার পর ওই সমস্ত যোজনা ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ওই সমস্ত যোজনাগুলো ফের চালু করে। এই সরকার দেশের উন্নতির সঙ্গে সেচ, শিক্ষা ব্যবস্থা পাশাপাশি সব ধরনের যোজনা উপর কাজ করেছে। সাতারা একটি পর্যটন শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এবং সাতারায় রেল ও বিমান পরিষেবা মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। এর ফলে এখানকার উন্নয়ন এবং কর্ম বিনিয়োগ আরও বাড়বে বলে তিনি মনে করেন।

এবার মাজুলিতে কাতি বিহু পালন করবেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ

গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : গত বছর ডিব্রুগড় জেলার প্রত্যন্ত জকাই কালিওনি গ্রামে পৈত্রিক ভিটেতে গিয়ে কৃষিখেত এবং বাড়িতে তুলসী তলায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে কাতি বিহু পালন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এবার তা পালন করবেন তাঁর নির্বাচনী এলাকা মাজুলিতে। আগামীকাল শুক্রবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মাজুলিতে কেন্দ্রীয়ভাবে কাতি বিহু পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের সাংস্কৃতিক অধিকরণ এবং মাজুলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উজান মাজুলির দেউরি গ্রামে আয়োজন করা হয়েছে কাতি বিহুর অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন বলে সরকারি সূত্রের খবর। মাজুলির কাতি বিহু-র অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন সত্রের সত্রাধিকার এবং স্থানীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে অসমিয়া পরম্পরা অনুযায়ী দেউরিগ্রামের ধান খেতে প্রদীপ প্রজ্বলন করে কৃষকদের ধানের গোলা সমৃদ্ধ হওয়ার প্রার্থনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। কাতি বিহুর কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা মন্ত্রী নবকুমার দলে, লখিমপুরের সাংসদ প্রদান বরুয়া, ধেমাজির বিধায়ক রণোজ পেগু, টিংখঙের বিধায়ক বিমল বরা, মরিগাঁওয়ের বিধায়ক রমাকান্ত দেউরি প্রমুখ।

সরকারি সূত্রটি জানিয়েছে, এই কার্যক্রমের পর সন্ধ্যায় তিনি আউনিআঁটি সত্রে কাতি বিহুর আকাশবাতি প্রজ্বলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। আউনিআঁটি সত্রে বহু কাল ধরে কাতি বিহুর সন্ধ্যায় প্রায় ৫০ ফুট উঁচু সুসজ্জিত বাঁশের ডগায় ২১ জোড়া আকাশবাতি জ্বালানো হয়।

জানা গেছে, ইতিমধ্যে আজই বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বিকেলে মাজুলি চলে গেছেন। সেখানে জেলাশাসকের কার্যালয়ে সভাকক্ষে জেলা পরিষদের সভানেত্রী পারিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়েতর সভাপতি ও সদস্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সভাপতি ও সচিবদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

বাংলাদেশে অ্যাম্বুলেন্সের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে রোগী সহ নিহত ২

চট্টগ্রাম, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পথে অ্যাম্বুলেন্সের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে রোগী সহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় এই বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন আরও তিনজন। হতাহতদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় বাড়ি ফেরার পথে অ্যাম্বুলেন্সের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একই পরিবারের দুইজনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় ওই পরিবারের আরও তিন সদস্য আহত হন। বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটায় উপজেলার চাতুরী বাজার এলাকায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। আনোয়ারা থানার ওসি দুলাল মাহমুদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন। জানান এই নিহতরা হলেন মফিজ উদ্দিন (৭০) ও তার পুত্রবধূ জয়নাব বেগম।

আহতরা ওই একই পরিবারের কামাল, নেসার ও বুলবুলি।

জানা যায়, কয়েকদিন আগে নিজ বাড়িতে পড়ে গিয়ে কোমরে ব্যথা পান মফিজ উদ্দিন। পরে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসা শেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে পরিবারের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন মফিজ।

ফেরার পথে আনোয়ারা উপজেলার চাতুরী বাজার নামক এলাকায় অ্যাম্বুলেন্সটির সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এ সময় ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন। আহতদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিএসএফ-বিজিবির গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু এক ভারতীয় জওয়ানের

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স): মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির চর পাইকমারির জিরো পয়েন্টে বিএসএফের সঙ্গে বিজিবির গুলির লড়াইয়ের ঘটনা ঘটল। গুলিতে আহত হয় দুই বিএসএফ জওয়ান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক বিএসএফ জওয়ানের। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাংলাদেশ সীমান্তে। মৃত জওয়ান হেড কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর নাম বিজয় ভানু সিং (৪৮)। বাড়িতে উত্তরপ্রদেশের আগ্রায়। জখম জওয়ানের নাম রাজবীর সিং যাদব। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। অসমর্থিত সূত্রের খবর, মৃত্যু হয়েছে এক বিজিবি জওয়ানেরও।

বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সূত্রপাত হয় মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে। বিএসএফ ও বিজেবির মধ্যে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীর বামনাবাদ এলাকায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে পদ্মা নদীতে মাছ ধরা নিয়ে বিবাদ বাধে। চর পাইকমারিতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন কয়েকজন ভারতীয় মৎস্যজীবী। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মাছ ধরতে ধরতে তাঁরা জিরো পয়েন্টে অর্থাৎ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় চলে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেইসময়ই ৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করে বিজিবি। এরপরই তাঁদেরকে উদ্ধার করতে যান বিএসএফ জওয়ানরা। বিজিবির সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পরেন তাঁরা। বিবাদ বাধার পরই বিজেবির পক্ষ থেকে গুলি ছোড়া হয় বলে অভিযোগ।

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের নিরাপত্তায় এবার সিআরপিএফ

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স): রাজ্যপালের নিরাপত্তায় আর রাজ্য পুলিশ নয়। রাজ্যপাল নিরাপত্তায় এবার থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে সিআরপিএফের চার থেকে পাঁচজন জওয়ান মোতায়েন করা হবে বলে রাজভবন সুত্রে জানা গেছে। এবার তাই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার বলয়ে যাচ্ছেন রাজ্যপাল।

যাদবপুর কান্ডের পরেই রাজ্যপালের নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে আসে। খোদ রাজভবন থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে চিঠি যায় যে, রাজ্যপাল নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এরপরেই সিআরপিএফকে বিষয়টি দেখতে বলা হয়।

ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানিয়েছিল রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির সেই দাবি মেনে নিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়ের হেনস্থার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দিল্লির কাছে রাজ্যপালের নিরাপত্তায় রাজ্য বিজেপি কেন্দ্রীয় বাহিনীর আবেদন জানিয়েছিল বলে খবর। সেদিন বাবুল সুপ্রিয়কে পড়ুয়াদের ঘেরাটোপ থেকে উদ্ধার করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সেদিন গোটা ঘটনায় রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগে সরব হয়েছিলেন রাজ্যপাল নিজেও।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ এবার পরিচালকও

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের আরও এক বাঙালির হাত ধরেই উজ্বল হল বাঙলার মুখ ঊ অর্মত্য সেনের পর এবার অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন আরও এক বাঙালি অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়। তবে, নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায় শুধু অর্থবিদই নন পাশাপশি একজন পরিচালকও বটে ঊ চলতি বছরেরই পরিচালক অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায় বানিয়ে ফেলেছেন তার নতুন তথ্যচিত্র ”দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট জার্নি: টাইমস অ্যান্ড টেলস অফ ডেমোক্রেসি” ঊ

তবে,শুধু অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়ই নয় অভিজিৎ ও রানু ঘোষের মিলিত তথ্যচিত্র - ”দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট জার্নি: টাইমস অ্যান্ড টেলস অফ ডেমোক্রেসি” ঊ চলতি লোকসভা ভোটের সময় ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে তুলে ধরার জন্য কলকাতার খ্যাতনামা সিনেম্যাটোগ্রাফার রানু ঘোষের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন অভিজিৎ। শুধু - ”দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট জার্নি”-ই নয় এর আগে ২০০৬ সালে ‘দ্য নেম অফ দ্য ডিসিজ’ নামে একটি তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ। এছাড়াও ২০১৩ সালেও ভোজপুরি ভাষায় ‘লহু মাংগে লোহা’ নামে একটি শর্টফিল্মও বানিয়েছিলেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আইনজীবী রাজীব ধাওয়ানের বিরুদ্ধে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কাছে অভিযোগ হিন্দু মহাসভার

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স) : মুসলিম পক্ষের আইনজীবী রাজীব ধাওয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল হিন্দু মহাসভা ঊ শুনানি চলাকালীন পাতা ছিড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে এদিন বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াতে অভিযোগ করে অল ইন্ডিয়া হিন্দু মহাসভা। রাজীব ধাওয়ানের বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এদিন হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয় বার কাউন্সিলের কাছে।

প্রসঙ্গত, অযোধ্যা মামলার শুনানির শেষ দিনে, আইপিএস অফিসার কিশোর কুণালের লেখা ”অযোধ্যা পুনর্বিবেচিত” শীর্ষক একটি বইয়ের উদ্ধৃতি দেওয়ার আবেদন করেছিলেন আইনজীবী বিকাশ সিং ঊ সেই দিন এর বিরোধিতার করেছিলেন রাজীব ধাওয়ান ঊ ওইদিনই একটি মানচিত্র পেশ করেছিলেন আইনজীবী বিকাশ সিং ঊ রাজীব ধাওয়ান এটিরও বিরোধিতা করেন এবং ছিঁড়ে ফেলেন মানচিত্রের অনুলিপিটি ঊ এদিন রাজীব ধাওয়ানের এই আচরণের বিরুদ্ধেই বার কাউন্সিলকে একটি চিঠি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় হিন্দু মহাসভা।

বাগুইহাটির একটি বহুতলের একতলায় বিধ্বংসী আগুন

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স): বাগুইহাটির একটি বহুতলের একতলায় বিধ্বংসী আগুন লাগল। বহুতলে বসতি রয়েছে। চারপাশের বাড়িগুলোতেও লোকজনের বাস আছে। দমকলের তৎপরতায় ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আবাসনের একটি ফ্ল্যাট। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও এখনও আবাসিকদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

বৃহস্পতিবার ভোর রাত চারটে নাগাদ বিস্ফোরণের শব্দ হয়। বিস্ফোরণের শব্দ শুনেই এলাকার প্রত্যেকটি বাসিন্দা বাইরে বেরিয়ে আসেন। বহুতলের একতলায় বিস্ফোরণের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি ছিল। একতলার সমস্ত দরজা ভেঙে গেছে। একতলায় ভাড়া থাকতেন দু’জন। পেশায় প্লাম্বার। ঘটনায় দু’জনেই অগ্নিদগ্ধ। দু’জনকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত। ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছে যায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী।

এলাকার এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, ভোরবেলা বিশাল একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এসে দেখলাম ঘরটি থেকে আগুন বেরচ্ছে। ঘরের দুই যুবককে বের করি। তারপর নেভানোর চেষ্টা করি। দমকল জানিয়েছে, ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট থেকে ঘটেছে। সাব মিটার গলে গিয়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। তবে কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী অফিসাররা। তাঁরা ইতিমধ্যেই দমকল আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ফ্ল্যাটটির গ্যাসের সিলিন্ডার লিক হওয়ায় গ্যাস বের হচ্ছিল। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা তা বুঝতে পারেননি। সারারাত ঘরের সমস্ত জানলা দরজাও বন্ধ ছিল। ফলে ভোর রাতে ধূমপানের জন্য দেশলাই জ্বালাতেই আগুন ধরে যায়। যদিও সিলিন্ডার থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কি না, তা এখনও নিশ্চিত করেনি দমকল আধিকারিকরা।

সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন বন্ধু প্রকাশের আত্মীয়রা

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি.স): জিয়াগঞ্জে শিক্ষক পরিবারকে খুনের ঘটনায় রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হচ্ছেন তাঁর আত্মীয়রা। স্কুল শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে খুনের ঘটনায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করতে চান পরিজনরা। একইসঙ্গে এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।আগামী ১৯ অক্টোবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বন্ধুপ্রকাশের আত্মীয়রা। রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁরা নিজেদের দাবি জানাবেন বলে খবর। বিজয়া দশমীর দিন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে স্কুল শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল ও তাঁর স্ত্রী বিউটি পাল, ছেলে অঙ্গনকে খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে উৎপল বেহেরা নামে এক রাজমিস্ত্রিকে। পাশাপাশি এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে বন্ধুপ্রকাশের বন্ধু সৌভিক বণিককে। কিন্তু ৫ মিনিটে তিন তিনটে খুন কী ভাবে সম্ভব, এই নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। পুলিশের দাবি উড়িয়ে এ ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে পরিবার। বন্ধুপ্রকাশের আত্মীয় বন্ধুকৃষ্ণ ঘোষ বলেন, ‘আমরা সিবিআই তদন্ত চাই। যেভাবে পুলিশ তদন্ত করছে, তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। একজন পেশাদার খুনি নয়, তাও সে ৫ মিনিটে তিনটি খুন করল, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।